পেশাদার সাংবাদিকতা চর্চার পরিবেশ উন্মুক্ত হোক

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাইলে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খুবই জরুরি। গত বৃহস্পতিবার (২৩ মে) দুপুরে সচিবালয়ের গণমাধ্যম কেন্দ্রে বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামের (বিএসআরএফ) প্রকাশনা 'বিএসআরএফ বার্তা'র মোড়ক উন্মোচন ও বিএসআরএফ সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ কথা জানান।

প্রতিমন্ত্রী অত্যন্ত সময়োপযোগী কথা বলেছেন। কেননা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার কোনো বিকল্প নেই। গণতান্ত্রিক উন্নয়নমুখী বাংলাদেশ এবং জনগণের বাংলাদেশ গড়তে গেলে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও স্বাধীন সাংবাদিকতা চর্চার পরিবেশ অবশ্যই স্বাধীন ও উন্মুক্ত হতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেছেন, গণমাধ্যম যতো স্বাধীন ও পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করবে, এ দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ততো বিস্তৃত হবে। তবে একইসঙ্গে গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে যখন অপসংবাদিকতার চর্চা করা হয় তখন শুধু দেশ, জাতি বা গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, পেশাদার সাংবাদিকতাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই সকলের স্বার্থে সাংবাদিকতা চর্চার সুস্থ পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন।

সাংবাদিকতায় নিয়োজিত পেশাজীবীদেরও যথেষ্ট দায়িত্ব ও দায়বোধ রয়েছে। কারণ সাংবাদিকতা পেশায় যিনি বা যারা নিয়োজিত থাকেন তাদের মাধ্যমে সমাজ উপকৃত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত দু'টোরই সম্মুখীন হতে পারে। কাজেই সাংবাদিকদের কাছ থেকে সমাজ সবসময় দায়িত্বপূর্ণ আচরণ প্রত্যাশা করে থাকে। একটি নেতিবাচক সংবাদে যেমন রাষ্ট্রের উপকার হতে পারে আবার রাষ্ট্রীয় কল্যাণ বা রাষ্ট্রের সাধারণ সম্প্রীতি বজায় রাখার স্বার্থে নেতিবাচক সংবাদকে পরিহার করাও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা।

একইসাথে সাংবাদিকতায় নিয়োজিত পেশাজীবীদেরও যথেষ্ট দায়িত্ব ও দায়বোধ রয়েছে। কারণ সাংবাদিকতা পেশায় যিনি বা যারা নিয়োজিত থাকেন তাদের মাধ্যমে সমাজ উপকৃত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত দু'টোরই সম্মুখীন হতে পারে। কাজেই সাংবাদিকদের কাছ থেকে সমাজ সবসময় দায়িত্বপূর্ণ আচরণ প্রত্যাশা করে থাকে। একটি নেতিবাচক সংবাদে যেমন রাষ্ট্রের উপকার হতে পারে আবার রাষ্ট্রীয় কল্যাণ বা রাষ্ট্রের সাধারণ সম্প্রীতি বজায় রাখার স্বার্থে নেতিবাচক সংবাদকে পরিহার করাও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা। পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া হাজার-হাজার, ঘটনার তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সাংবাদিকতা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে সমাজের দায়িত্ববান জনগণের কাছে সাধারণ জনগোষ্ঠির কথা বলার বা তথ্য আদান-প্রদান করার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে সংবাদমাধ্যম বা সাংবাদিকতা। সাংবাদিকদের বৈশ্বিক সংস্থা 'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার'। এটি রিপোর্টার্স সান্স ফ্রন্টিয়ার (আরএসএফ) নামে অধিক পরিচিত। তাদের হিসাবে, ২০১৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৯ জন সাংবাদিক কার্যক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছেন। অবাক বিষয় হচ্ছে, গণতান্ত্রিক বিশ্ব সাংবাদিকদের জন্য বৈরী হয়ে উঠছে। প্রখ্যাত আরব সাংবাদিক জামাল খাশোগিরকে ২০১৮ সালের ২ অক্টোবর ইস্তাম্বুলের সৌদি কনস্যুলেটে হত্যা করা হয়। একটি দূতাবাস বধ্যভূমি হতে পারে, তা কারো ধারণায় আসতে পারে না। যে কোনো দেশ যদি মনে করে, গণতন্ত্র সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে সাংবাদিকতা ও সংবাদমাধ্যম সুরক্ষায় সেই দেশ ও জাতি গোষ্ঠীকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। সাংবাদিকরা যেমন দেশ ও জাতিকে নিরাপদ এবং স্থিতিশীল রাখতে কাজ করবেন, তেমনি দেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকেও সাংবাদিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

পর্যটনে অপার সম্ভাবনার নাম বাংলাদেশ

মো. নুরুল আমিন, পর্যটন বিশেষজ্ঞ

পর্যটন হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম আয়ের খাত। অনেক উন্নয়নশীল দেশের অন্যতম আয়ের খাত হচ্ছে পর্যটন। পর্যটনশিল্প অনেক উন্নয়নশীল দেশের জন্য Life Line হিসেবে কাজ করে। ওইসব দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে পর্যটন। অধিকন্তু পর্যটন কর্মকাণ্ড মানুষের জন্য আনন্দের জোগান দেয়, দৈনন্দিন জীবনে কিছু সময়ের জন্য হলেও স্বস্তি আনে এবং অবকাশযাপনের সুযোগ সৃষ্টি করে। পর্যটনের মাধ্যমে মানুষ একে অপরকে জানতে পারে, দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে পর্যটকরা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে এবং অন্যান্য মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক-সামাজিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে পারে। ফলে প্রতিটি পর্যটন-গন্তব্যের সরকার এবং পর্যটন ব্যবসায়ীরা এ শিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দান করে তার উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ৯০ কোটি, ধরা হচ্ছে ২০৩০ সাল নাগাদ এ সংখ্যা দাঁড়াবে ১৬০ কোটি। পর্যটন বিশেষজ্ঞদের মতে, এ বিপুলসংখ্যক পর্যটকের প্রায় ৭৩ শতাংশ ভ্রমণ করবেন এশিয়ার দেশগুলোতে।

এ ছাড়াও বিশ্ব পর্যটন সংস্থার তথ্যমতে, ২০৩০ সালের মধ্যে এ শিল্প হতে প্রায় ৩০ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবে, যা বিশ্ব অর্থনীতিতে অবদান রাখবে ১০ দশমিক ৫ ভাগ। বাংলাদেশ যদি এ বিশাল বাজার ধরতে পারে, তা হলে পর্যটনের হাত ধরেই বদলে যেতে পারে বাংলাদেশের অর্থনীতি। তাই এ কথা আজ নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, পর্যটনশিল্পে বাংলাদেশের রয়েছে অপার সম্ভাবনা।

আমাদের পর্যটনশিল্প বিকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও পাশের দেশগুলোর তুলনায় আমরা নানা কারণে পিছিয়ে পড়ছি। আমাদের প্রতিবেশী অনেক দেশ এ শিল্পের ওপর নির্ভর করে অর্থনীতি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমরা স্থবির হয়ে আছি। সিঙ্গাপুরের জাতীয় আয়ের ৭৫ শতাংশ, তাইওয়ানের ৬৫ শতাংশ, হংকংয়ের ৫৫ শতাংশ, ফিলিপাইনের ৫০ শতাংশ, থাইল্যান্ডের ৩০ শতাংশ আসে পর্যটন খাত থেকে। মালদ্বীপের অর্থনীতির বেশিরভাগই আসে পর্যটন খাত থেকে। এছাড়া মালয়েশিয়ার বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ৭ শতাংশই আসে পর্যটন খাত থেকে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অ্যান্ড ট্যুরিজম করপোরেশনের তথ্যমতে, ২০০৯ সালে বাংলাদেশের জিডিপি'তে পর্যটন খাতের অবদান ছিল মাত্র ৩ দশমিক ৯ ভাগ। ২০২০ সাল নাগাদ এর পরিমাণ বেড়ে ৪ দশমিক ১ ভাগ হয়েছে। আবার বাংলাদেশ বর্তমানে এ খাত থেকে যেখানে প্রায় ৭৬ দশমিক ১৯ মিলিয়ন ডলার বার্ষিক আয় করে, সেখানে সার্কভুক্ত অন্য দেশগুলোর পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যায়, ভারতে পর্যটন খাত থেকে আয়ের পরিমাণ ১০,৭২৯ মিলিয়ন ডলার, মালদ্বীপে ৬০২ মিলিয়ন ডলার, শ্রীলঙ্কায় ৩৮৫ মিলিয়ন ডলার, পাকিস্তানে ২৭৬ মিলিয়ন ডলার এবং নেপালে এর পরিমাণ ১৯৮ মিলিয়ন ডলার। সুতরাং সার্কভুক্ত অন্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। পর্যটনশিল্পের সবটুকু সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আদর্শ দেশ হতে পারে। পর্যটন একটি বহুমাত্রিক ও শ্রমঘন শিল্প। সবচেয়ে দ্রুত সম্প্রসারণশীল ও বৃহৎ বাণিজ্যিক কর্মকান্ড হিসেবে এ শিল্প বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রচুর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা

বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপি'র প্রায় ২ শতাংশ আসে পর্যটন খাত থেকে। ইতোমধ্যে পর্যটন বিশ্বের বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের এক-তৃতীয়াংশের রফতানি আয়ের প্রধান উৎস পর্যটনশিল্প। বিশ্ব পর্যটন সংস্থার প্রাক্কলন অনুযায়ী সারা বিশ্বে প্রায় ১০০ মিলিয়নের বেশি মানুষ তাদের জীবন-জীবিকার জন্য এ শিল্পের ওপর নির্ভরশীল।

হয় পর্যটন খাত থেকে।

পর্যটনশিল্পে জড়িত বিভিন্ন সেক্টর, যেমন– পরিবহন, হোটেল, মোটেল, রেস্তোরাঁ, রিসোর্ট, এয়ারলাইনস্ ও অন্যান্য যোগাযোগের মাধ্যম থেকে পৃথিবীর অনেক দেশ প্রতি বছর প্রচুর রাজস্ব আয় করে, যা অন্য যে কোনো বড় শিল্প থেকে পাওয়া আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। পর্যটন খাতে আমাদের সম্ভাবনাও প্রচুর রয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের জন্য অত্যন্ত অনুকূল।

বর্তমানে বাংলাদেশের জিডিপি'র প্রায় ২ শতাংশ আসে পর্যটন খাত থেকে। ইতোমধ্যে পর্যটন বিশ্বের বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের এক-তৃতীয়াংশের রফতানি আয়ের প্রধান উৎস পর্যটনশিল্প। বিশ্ব পর্যটন সংস্থার প্রাক্কলন অনুযায়ী সারা বিশ্বে প্রায় ১০০ মিলিয়নের বেশি মানুষ তাদের জীবন-জীবিকার জন্য এ শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। সমগ্র বিশ্বে ২০৩০ সাল নাগাদ পর্যটন থেকে প্রতি বছর দুই ট্রিলিয়ন ডলার আয় হবে। এ দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে পর্যটনশিল্প বড় নিয়ামক হতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বহুমাত্রিক পর্যটনশিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে শুধু কক্সবাজারে। বহুমাত্রিক পর্যটনে সাংস্কৃতিক, ইকো, স্পোর্টস, কমিউনিটি ও ভিলেজ ট্যুরিজম ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পে বেসরকারি বিনিয়োগ ধীরে ধীরে বাড়ছে। পর্যটকদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে কক্সবাজারে রাজধানী নগরী ঢাকা থেকেও বেশি হোটেল-মোটেল গড়ে উঠেছে। সব পর্যটনকেন্দ্রেই বেসরকারি উদ্যোগের কারণে অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে উল্লেখযোগ্য হারে।

তবে কক্সবাজার বাদে অন্যান্য ট্যুরিস্ট স্পটের তেমন আধুনিকায়ন হয়নি। তবে ধীরে ধীরে হচ্ছে অনেক স্পটে। পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়ে যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে, যা চোখে পড়ার মতো। তবে পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে বিনোদনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আরো বাড়াতে হবে। পর্যটন খাতে বিদেশি পর্যটক আকৃষ্ট করতে হবে। বিদেশিদের জন্য আলাদা আবাসিক ব্যবস্থা বা বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্বে চীনা পর্যটকরা বেশি ব্যয় করে। চীনের নাগরিকের অধিকাংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাই তাদের আকৃষ্ট করতে বৌদ্ধ স্থাপনাগুলোতে যোগাযোগ ও অন্যান্য সুবিধা বাড়াতে হবে। চীনা পর্যটকদের আনতে পারলে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার হবে। থাইল্যান্ড বা মালয়েশিয়ায় পর্যটন খাতে অনেক এগিয়ে।

দেখা যায়, চীনা পর্যটকের হার অনেক বেশি এ দুই দেশে। ভারতেও পর্যটন থেকে অনেক আয় হয়। কিন্তু শুধু চীনা-জাপানিদের উল্লিখিত দুই দেশের সমান হতে পারেনি। তাই উল্লিখিত দুই দেশ থেকে ভারত পিছিয়ে। বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনায় পর্যটনশিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান, জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ রাখা, ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পর্যটন পুলিশ গড়ে তোলা, পরিকল্পিত প্রচারণা চালানো, দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং পরিকল্পিত বিনিয়োগ প্রয়োজন। পর্যটন স্থানগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো আবশ্যক। নিরাপত্তার অভাব, চুরি বা ছিনতাই, রাস্তা বা ট্যুরিস্ট স্পটের নোংরা পরিবেশ ইত্যাদি বিদেশিদের কাছে চিন্তার কারণ। অনেক স্পটে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো নয়। ট্রেন যোগাযোগ বিদেশিরা পছন্দ করে। এটি আরামদায়ক। তাই রেলব্যবস্থার উন্নয়ন ও লাইন সম্প্রসারণ করতে হবে। তবে বর্তমান সরকারের আমলে রেলের অনেক উন্নয়ন হয়েছে। তারপরও দক্ষ গাইডের অভাব রয়েছে বাংলাদেশে। ইংরেজি বা বিদেশি ভাষায় দক্ষ গাইড বিদেশিদের সন্তুষ্ট করতে পারবে। এগুলো দূর করতে পারলে বিদেশিদের আকৃষ্ট করা সহজ হবে।

সুস্বাস্থ্য

গরমে ডাবের পানি নাকি আখের রস?

এই গরমে পানিশুন্যতা এড়াতে ও প্রশান্তি পেতে কমবেশি সবাই ডাবের পানি কিংবা আখের রস পান করছেন। তবে এই দুই পানীয়ের মধ্যে কোনটিতে পুষ্টির পরিমাণ বেশি, তা কি সবাই জানেন?

যদিও আখের রস নিয়ে অনেকের মনেই নানা ধরনের প্রশ্ন আছে। যেমন, এটি স্বাদে অনেকটা মিষ্টি বলে প্রতিদিন তা পান করলে ডায়াবেটিস বেড়ে যেতে পারে।

তবে পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন, আখের রসে আছে ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালশিয়াম, কপার, ম্যাঙ্গানিজ, পটাশিয়াম, বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও ফাইবার। এই পানীয়ের মধ্যে আছে প্রাকৃতিক শর্করা। যা ক্লান্ত শরীর মুহূর্তেই চাঙ্গা করে দেয়। বিশেষ করে যারা নিয়মিত শরীরচর্চা করেন, তাদের জন্য আখের রস বিশেষ প্রয়োজন। ২৫০ মিলিমিটার আখের রসে ক্যালোরির পরিমাণ ১৮৩। শর্করার পরিমাণ প্রায় ৫০ গ্রাম। তবে এতো গুণ থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন আখের রস পান করা উচিত নয়, বিশেষ করে যাদের রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি কিংবা স্থূলতা বা রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের সমস্যা আছে। এছাড়া গর্ভবতী নারীদেরও চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া আখের রস না পান করাই ভালো।

অন্যদিকে শরীরে ইলেক্ট্রলাইটের ভারসাম্য নষ্ট হলে কিংবা শরীরে পানির ঘাটতি দেখা দিলে চিকিৎসক থেকে পুষ্টিবিদ সবাই ডাবের পানি পান করার পরামর্শ দেন। ডায়রিয়া, হিটস্ট্রোক, অতিরিক্ত ক্লান্তি কিংবা দুর্বলতা কাটাতে এই পানীয়ের জুড়ি মেলা ভার। পুষ্টিবিদদের মতে, ২৫০ মিলিলিটার ডাবের পানিতে ক্যালোরির পরিমাণ থাকে মাত্র ৪৬। প্রাকৃতিক শর্করা আছে ১০ গ্রামের মতো। তাই শক্তির জোগান বা এনার্জি দেওয়ার ক্ষেত্রে আখের রসের চেয়ে ডাবের পানি ভালো।

তবে ডাবের পানিতে যেহেতু পটাশিয়ামের পরিমাণ বেশি, তাই যাদের রক্তচাপ এমনিতেই কম তাদের এই পানীয় বেশি না খাওয়াই ভালো। কিডনির সমস্যা থাকলেও ডাবের পানি বেশি পান না করাই ভালো। তবে ডায়াবেটিসে আক্রান্তরাও নিশ্চিন্তে এই পানীয় নিয়মিত পান করতে পারেন, তেমনটিই জানান পুষ্টিবিদরা। এটি মাথায় রাখতে হবে যে, ডাবের পানি বা আখের রস কিন্তু সাধারণ পানির বিকল্প হতে পারে না। সারাদিন কমপক্ষে ৭-১০ গ্লাস পানি পান করা খুবই জরুরি। (সংগৃহীত)

আম খাওয়ার পরে যেসব খাবার ভুলেও খাবেন না

পাকা আমের মধুর স্বাদ কে এড়িয়ে যেতে পারে? সুমিষ্ট এই ফল যেমন সুস্বাদু তেমনই পুষ্টিকর। তীব্র গরমে প্রাণ জুড়াতে আমের তুলনা হয় না। পুষ্টিকর এই ফলে থাকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং ভিটামিন বি। তাই সুস্বাস্থ্যের জন্যও আম খাওয়া উচিত। তবে আম খেলেই হবে না, এটি খাওয়ার আছে কিছু নিয়মও। যেমন আম খাওয়ার পরপরই কিছু খাবার খাওয়া যাবে না। কোনগুলো? চলুন জেনে নেওয়া যাক-

১. পানি

আম খাওয়ার পরপরই পানি পান করবেন না। কারণ আম খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পানি পান করলে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই আম খাওয়ার অন্তত আধা ঘণ্টা পর পানি পান করবেন। এতে সুস্থ থাকা সহজ হবে। গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা থেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে।

২. করলা

ধরুন, আম খাওয়ার কিছুক্ষণ পরই ভাত খেতে বসলেন। আর ভাতের সঙ্গে আছে করলা ভাজি। তখন কী করবেন? এসময় করলা একদমই খাওয়া চলবে না। কারণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আম খাওয়ার পরপরই যদি আপনি করলা খান তাহলে দেখা দিতে পারে বমি কিংবা বমি বমি ভাব। তাই সুস্থ থাকার জন্য আম খাওয়ার পর করলা খাওয়া এড়িয়ে যেতে হবে।

৩. দই

পুষ্টিবিদদের মতে, আম খাওয়ার পর দই খাওয়া মোটেই উচিত নয়। অনেকেই না জেনে এই দুই খাবার একসঙ্গে খেয়ে থাকেন। কিন্তু এমনটা করা যাবে না। কারণ আম খাওয়ার পর দই খেলে শরীরে শর্করার ভাগ অনেকটা বেড়ে যেতে পারে। যে কারণে নষ্ট হয় শরীরের ভারসাম্য। সেইসঙ্গে হতে পারে বিষক্রিয়াও। তাই আম খাওয়ার পর দই খাওয়া এড়িয়ে চলুন।

৪. মসলাদার খাবার

আম খাওয়ার পরপরই তেল-মসলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে যাবেন। কারণ আম খাওয়ার পর এ ধরনের খাবার খেলে দেখা দিতে পারে সমস্যা এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা। এছাড়া অতিরিক্ত মসলাদার খাবার আমাদের ত্বকের জন্যও ক্ষতিকর। তাই সুস্থ ও সুন্দর থাকার জন্য এ ধরনের খাবার এড়িয়ে যাওয়াই উত্তম।

৫. কোল্ড ড্রিংকস

কোল্ড ড্রিংক খাওয়া এমনিতেই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আর যদি তা আম খাওয়ার পরপরই খান তবে আরও বেশি ক্ষতির কারণ হতে পারে। কারণ কোল্ড ড্রিংকস খেলে তা শরীরে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দেয় অনেকটাই। তাই আম খাওয়ার পর এই পানীয় এড়িয়ে যেতে হবে।

কচুর লতিতে চাষির মুখে হাসি

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

অন্য ফসলের চেয়ে অধিক লাভজনক কচুর লতি। পুষ্টিগুণে ভরা এই সবজি চাষে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলার কৃষকরা। এ ফসলে কোনো ঝুঁকি না থাকায় বাণিজ্যিকভাবে চাষ করছেন এষানকার কৃষকরা। কচু ক্ষেত থেকে বাড়তি ফসল হিসেবে পাওয়া যায় এই লতি।

টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, উপজেলায় ২০ হেক্টর জমিতে কচুর লতি চাষ হচ্ছে। স্থানী-য়ভাবে লতিরাজ জাতের কচু অনেকের কাছে জনপ্রিয় সবজি। ক্রমাগত চাহিদা বৃদ্ধি ও ভালো বাজারমূল্য পাওয়ায় উপজেলার বিভিন্ন এলাকার কচুর লতি চাষিদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।

স্থানীয় কৃষকরা জানান, কচু গাছের বহুমুখী ব্যবহার হয়। প্রথমত, কচুর পাতা সবজি হিসেবে খাওয়া যায়, কচুর শক্ত শরীর ও কচুর লতি পুষ্টিকর তরকারি হিসেবে এবং কচুর গাছ থেকে মূল বা চারা হিসেবেও বিক্রি করা যায়।

মুশুদ্দি এলাকার কৃষক আল-আমিন বলেন, 'চারা রোপণের আড়াই মাসের মধ্যে লতি আসে। এক বিঘা জমিতে রোপণ থেকে শুরু করে বিক্রি পর্যন্ত ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকার মতো খরচ হয়। প্রতি সপ্তাহে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকার লতি স্থানীয় হাটে বিক্রি করতে পারি। প্রতি কেজি লতি ৪৫ থেকে ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়।' তিনি আরও বলেন, এতে কীটনাশকের প্রয়োজন হয় না। গরু ছাগল কচু খায় না এবং তা দেখাশোনার জন্য বাড়তি কোনও লোকেরও প্রয়োজন হয় না।

কিষাণী জাবেদ বেগম বলেন, 'ধামি চলতি মৌসুমে ৩৩ শতক জমিতে কচুর লতি চাষ করেছি। এতে অনেক লাভ করেছি; যা অন্য কোনও ফসল থেকে সম্ভব নয়। কচুর লতির প্রচুর চাহিদা থাকায় জমি থেকে তুলে স্থানীয় বিভিন্ন বাজারে নেয়ামাত্রই তা বিক্রি হয়ে যায়।'

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান বলেন, বর্তমানে কচুর চেয়ে লতির চাহিদা বেশি। উপজেলার কৃষকরা বেশি লাভজনক হওয়ায় কচুর লতি চাষের দিকে ঝুঁকছেন। বিঘা প্রতি ৯০ থেকে ১০০ মণের উপরে লতি পাওয়া যায়। আগ্রহী কৃষকদের মাঝে উচ্চ ফলনশীল কচুর চারা সরবরাহ করাসহ সার্বিক সহযোগিতা দেয়া হয়েছে। এয়াড়াও কচুর লতি চাষে জমির উর্বরতা শক্তিও বৃদ্ধি পায়।

শরণখোলায় ১০ কেজি ওজনের অজগর উদ্ধার

শরণখোলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি

বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলায় ৭ ফুট লম্বা একটি অজগর সাপ উদ্ধার করা হয়েছে। গত বুধবার (২২মে) সকালে উপজেলার সুন্দরবন সংলগ্ন বগি গ্রামের মোঃ মান্নান হাওলাদারের বসত বাড়ির জালে মোড়ানো অবস্থায় অজগরটি উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে অজগরটিকে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের বাগি স্টেশন অফিস সংলগ্ন বনে অবমুক্ত করা হয়েছে।

ওয়াইল্ড টিমের ফিল্ড ফ্যাসিলেটেটর মো. আলম হাওলাদার জানান, সুন্দরবন সংলগ্ন বগি গ্রামের মান্নান হাওলাদারের বাড়ির সবজি ক্ষেতে পেতে রাখা জালে জড়িয়ে পড়ে অজগরটি আটকে থাকার খবর পেয়ে ওয়াইল্ড টিম ও সিপিজি স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার করা হয়।

পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জ কর্মকর্তা (এসিএফ) শেখ মাহবুব হাসান বলেন, খাবারের সন্ধানে বন সংলগ্ন লোকালয়ে ঢুকে পড়া একটি অজগর উদ্ধার করে বগি স্টেশন অফিস সংলগ্ন বনে অবমুক্ত করা হয়েছে। অবমুক্ত করা অজগরটি ৭ ফুট লম্বা এবং ওজন প্রায় ১০ কেজি।

বারোমাসি লেবু চাষে সফল কালীগঞ্জের সোহান

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার তুমলিয়া ইউনিয়নের চুয়ারিয়াখোলা গ্রামের মো. মোনাব্বরের ছেলে সোহান। পেশায় তিনি ইলেকট্রিশিয়ান। তবে কৃষি তার শখের জায়গা। শখের বসেই করেছেন বারোমাসি লেবু বাগান। এখন তিনি সফল একজন লেবু চাষি। তাকে দেখে এগিয়ে আসছেন আশেপাশের বেকার যুবকরা। সোহান বলেন, 'আমি যার কাছে ইলেকট্রিক কাজ শিখতাম, তার কাছে আমার ৮৫০ টাকা মজুরি বাকি ছিল। তিনিও কাজের পাশাপাশি বারোমাসি বিভিন্ন জাতের লেবু চাষ করতেন। আমার কাজের মজুরি দিতে দেরি হওয়ায় টাকার পরিবর্তে ওই পরিমাণ ২০টি লেবু চারা দিতে বলি। তিনি আমাকে ৩টি জাতের ২০টি লেবু চারা দেন। সেটা ২০১৭ সালের কথা। স্থানীয় কৃষি অফিসের পরামর্শে ওই লেবু চারা নিয়ে ৫ শতক জমিতে চাষ শুরু করি। তিনি বলেন, 'এখন আমার বাগানে ৯ জাতের ৫০টিরও বেশি বারোমাসি লেবু গাছ আছে। বারোমাসি লেবু চারা ছাড়া অন্যগুলো কেটে ফেলেছি। এখন শুধু বারোমাসি লেবুর গাছ আছে। অসময়ে লেবু বিক্রির পাশাপাশি লেবুর চারা বিক্রি করে অনেক ভালো আছি। আমার বাড়ির ও গ্রামের আশেপাশের প্রতিবেশী ও বেকার যুবকরা আমার কাছ থেকে চারা ও পরামর্শ নিয়ে লেবু চাষ শুরু করেছেন। সোহান আরও বলেন, 'ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে লেবুর চাহিদা সবচেয়ে বেশি। তখন প্রতিটি লেবু ৭-১০ টাকা দরে বিক্রি করি। ওই ৩ মাসে লেবু বিক্রি করে ভালো টাকা আয় হয়। তাছাড়া অফ সিজনে ১ হালি লেবু ৩-৪শ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়। পাশাপাশি লেবু গাছের কাটিং বিক্রি করেও ভালো আয় হয়। তিনি বলেন, 'পাইকাররা বাগানে এসে নগদ টাকায় লেবু কিনে নিয়ে যান। তারা স্থানীয় বাজার এবং ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় বিক্রি করেন। কিছু লেবুর জাতে কোনো বিচি নেই। এ ছাড়া লেবুতে প্রচুর রস আছে। বাজারে আমার লেবুর ব্যাপক চাহিদা আছে। লেবুর বাগান করে আমি লাভবান হয়েছি। জানা যায়, কলম্বো, কাগজি, হাইব্রিড কাগজি, গোল কাগজি, সিডলেস, চায়না থ্রি, গন্ধরাজ, জারা ও এলাচি জাতের বারোমাসি লেবু চাষে লাভবান হয়েছেন সোহান। এ লেবু গাজীপুরসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্রি হয়। এ ছাড়া মাঝে মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশেও যায়। এ লেবু বেচাকেনার সঙ্গে জড়িতরাও ভালো টাকা আয় করছেন। শিক্ষক মিজানুর রহমান মোড়ল বলেন, 'সোহান যে বারোমাসি লেবু চাষ করে, সেটার অফ সিজনে প্রচুর দাম থাকে। এ ছাড়া সিজনেও ভালো বিক্রি হয়। এ লেবুতে প্রচুর ঘ্রাণ ও রস। তার এ লেবু চাষ দেখে আশেপাশের বেকার যুবকরাও এগিয়ে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।

ধনবাড়ীর বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাকিম আর নেই

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলার দড়িচন্দ্র বাড়ীর বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাকিম সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলেন। এলাকার সুপরিচিত সদাহাস্যোজ্বল আব্দুল হাকিম বেশ কিছুদিন শ্বাষকষ্টে ভোগার পর রোববার ঢাকা ক্যান্টনমেন্টর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন। বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ২টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের সাবেক একাউন্ট অফিসার ছিলেন।

মরহুমের প্রথম জানাযা নামাজ ক্যান্টনমেন্টের মানিকদি আমতলা বাজারে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে ঢাকার মানিকদি আমতলা বাজার বাসা থেকে মরদেহ গ্রামের বাড়ীর ধনবাড়ী উপজেলার দড়িচন্দ্র বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

মরহুমের বড় ছেলে জি ফোর এস (এ৪ঝ বাংলাদেশ) এর সিনিয়র ম্যানেজার মোস্তফাজামান জামান শাহীন জানান, সেখানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এ সময় ইউএনও, উপজেলা চেয়ারম্যান, বীর-মুক্তিযোদ্ধা, আওয়ামীলীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন এবং স্থানীয় সুশীল সমাজের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। পরে দড়িচন্দ্রবাড়ী বাকের পাড়ায় তাঁর দ্বিতীয় নামাজে জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে, কন্যাসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

ঈশ্বরদীতে চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকদের ওপর হামলায় আহত ৪

পাবনা প্রতিনিধি

পাবনার ঈশ্বরদীতে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী আবুল কালাম আজাদের প্রচারণায় হামলার অভিযোগ উঠেছে অপর প্রার্থীর সমর্থকদের বিরুদ্ধে। এতে আবুল কালাম আজাদের ৪ সমর্থক আহত হন। আহতদের ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

গত শুক্রবার (২৪ মে) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে পৌর শহরের পিয়ারাখালী মন্ডলপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

অভিযোগে জানা যায়, ঈশ্বরদী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মোটরসাইকেল প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ মিন্টুর সমর্থকরা শুক্রবার সন্ধ্যায় পৌর শহরের পিয়ারাখালী মন্ডলপাড়া এলাকায় প্রচারণা ও ভোট প্রার্থনা করছিলেন।

এ সময় আনারস প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী এমদাদুল হক রানা সরদারের সমর্থকরা লাঠিসোটা নিয়ে মিন্টু সমর্থকদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে ৪ জন গুরুতর আহত হন। পরে তাদের ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়

গুরুতর আহতরা হলেন- পৌর শহরের পিয়ারাখালী মন্ডলপাড়া এলাকার ৩নং ওয়ার্ড যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক পরশ শেখ, একই এলাকার মিজান মন্ডল, আমিরুল ইসলাম ও মনিরুজ্জামান মজুমদার।

চেয়ারম্যান প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ বলেন, অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক উপজেলা পরিষদ নির্বাচন করার জন্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা রয়েছে। সে চেষ্টাকে ব্যাহত করে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে জনগণের অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত করতেই এ অপচেষ্টা। আমার সমর্থকদের উপর হামলাকারী সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি জানাচ্ছি।

ঈশ্বরদী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিপ্লব কুমার গোস্বামী বলেন, হামলার ঘটনায় চারজন আহত হয়েছে বলে শুনেছি। এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দুই মাসেও খোঁজ মেলেনি ২ শিশুসহ নবাবগঞ্জের গৃহবধূর

দোহার-নবাবগঞ্জ (ঢাকা) থেকে বসির আহামেদ

দুই মাসেও খোঁজ মেলেনি ঢাকার নবাবগঞ্জে ২ শিশুসহ নিখোঁজ মনিকা সরকারের (৩০)। গত ২৬ মার্চ নবাবগঞ্জ উপজেলার বারুয়াখালী ইউনিয়নের কান্দা বাড়িল্লা এলাকা থেকে নিখোঁজ হন।নিখোঁজ মনিকা সরকার উপজেলার বারুয়াখালী ইউনিয়নের কান্দা বাড়িল্লা গ্রামের সাগর সরকারের স্ত্রী। কেউ যদি উনার সন্ধান পেয়ে থাকেন তাহলে ০১৮৮০২১৩৮২৩ এই নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছ।

রামপালে পর্নোগ্রাফি মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার

রামপাল (বাগেরহাট) প্রতিনিধি

বাগেরহাটের রামপাল উপজেলায় পর্নোগ্রাফি আইনের একটি মামলায় অভিযান চালিয়ে প্রধান আসামি হাসান শেখকে (৩৫) গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ। গ্রেফতার হাসান শেখ উপজেলা সদরের মালেক শেখের ছেলে।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, এক গৃহবধূর অশ্লীল ভিডিও ধারণ করে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে তা না পেয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছেড়ে দেয়ার অভিযোগে ৫ জনকে আসামি করে গত মঙ্গলবার (২১ মে) জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা করেন ভুক্তভোগীর স্বামী। রামপাল থানা পুলিশ আদালতের কপি হাতে পেয়ে মামলাটি রেকর্ড করে এবং আসামিদের ধরতে অভিযান শুরু করে।

অভিযোগে জানা গেছে, উপজেলা সদরের ওই নারীকে (২০) ফুসলিয়ে ও ভয়ভীতি দেখিয়ে তার অশ্লীল ছবি এবং ভিডিও ধারণ করে আসামিরা। এক পর্যায়ে আসামিরা ৫ লাখ টাকা দাবি করে। টাকা দিতে অস্বীকার করলে আসামিরা টিকটক করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অশ্লীল ভিডিও ছেড়ে দেয়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর স্বামী আদালতে মামলা করলে বিচারক রামপাল থানাকে এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন।রামপাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোমেন দাশ মামলার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, প্রধান আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং অন্য আসামিদেরও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

কয়রায় দেড় যুগ পরেও আইলার ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছে উপকূলবাসী

কয়রা (খুলনা) প্রতিনিধি

গত ২৫ মে ছিল আইলা দিবস। ২০০৯ সালের এই দিনে আইলার তান্ডবে সমগ্র কয়রা উপজেলা লবণ পানিতে ভেসে ক্ষতিগ্রস্ত হয় হাজার কোটি টাকার সম্পদ। কয়রার মানুষ আজও সেই দুঃস্বহ স্মৃতি বহন করে চলেছে। প্রায় দেড়যুগ আগে ঘটে যাওয়া সেই দূর্বিসহ জীবনের কথা মনে পড়লে অনেকেই শিহরে উঠে এবং আজ কয়রাবাসী যে দিনটির কথা মনে করছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কয়রার পবনার বেড়িবাঁধ ভাঙার কারণে দক্ষিণ মঠবাড়ী গ্রামকে দু'ভাগ করে সৈয়দখালী নামক একটি শাখা নদী তৈরি হয়েছিল। যেখানে আজও স্কুল কলেজ, মাদরাসার শিক্ষার্থীসহ স্থানীয় হাজারো মানুষকে প্রতিদিন ভেলায় ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হতে দেখা যায়। যার একপারে প্রতাপস্বরনী হাইস্কুল, উত্তরচক কামিল মাদ্রাসা, মহিলা মাদ্রাসা, প্রাইমারি স্কুল ও কমিউনিটি ক্লিনিক এবং অপর পারে গ্রামের অর্ধেক অংশ।

ঐ গ্রামের বাসিন্দা সুফিয়া বেগম প্রতিবেদককে জানান, এই খালে বাঁধ না হওয়ায় আমাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া থেকে ঝরে পড়ছে। কারণ হিসেবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা এই দেড় যুগ শিশুদের ১ম শ্রেণি ও ২য় শ্রেণিতে পড়ার জন্য তাদেরকে স্কুলে পাঠাতে পারি না। আগে স্কুলে নৌকা পার হয়ে যেত কিন্তু এখন ভেলায় পার হয়ে যেতে হয়। শিশুরা ভয়ে ভেলায় উঠতে চায় না। অন্যদিকে রহিম বলেন, এই ভেলা পার হয়ে হাইস্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের ছাত্ররা যায়। প্রায় গাদাগাদি করে ছেলেমেয়েরা ভেলায় উঠায় ভেলা উল্টে পানিতে পড়ে বই, খাতা ও গাইডবই সব ভিজে নষ্ট হওয়ায় আর কেনা সম্ভব হয় না। তখন তারা আর স্কুলে আর যেতে চায় না।

এদিকে আইলা পরবর্তী দীর্ঘ ১৫ বছর হরিহরপুর গ্রামের কপোতাক্ষ নদীর বেড়িবাঁধের ওপর বসবাস করছেন ৭২ বছরের বৃদ্ধ অন্ধ আনার মোল্যা ও তার স্ত্রী ফুলি বিবি। তারা বলেন, আইলায় আমাদের কয়েক কাঠা জমির ওপর থাকা বাড়ি-ঘর এখন ওই চোরামুখা গেটের খালের মধ্যে, সেখানে এখন ১০/১২ হাত পানি।

কয়রা সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এসএম বাহারুল ইসলাম জানান, তিনি। শুধু আইলা নয় ফণি, আম্পান ও সর্বশেষ ইয়াসে কয়রা ইউনিয়নের মতো অন্য ইউনিয়নেও অনেক ক্ষত চি?হ্ন রয়েছে। নির্বাচিত হয়েই ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট সংস্কার করে যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ শুরু করেছেন।এছাড়া উপজেলার সাত ইউনিয়নের মধ্যে এখন চারটির বেড়িবাঁধ বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। এর মধ্যে কয়রা সদর ইউনিয়নের মদিনাবাদ লঞ্চঘাট থেকে গোবরা পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার, হরিণখোলা-ঘাটাখালী এলাকায় এক কিলোমিটার, ৬ নম্বর কয়রা এলাকায় প্রায় ৬০০ মিটার বাঁধ ধসে সরু হয়ে গেছে। মহারাজপুর ইউনিয়নের কাশিয়াবাদ, মঠেরকোনা, মঠবাড়ি, দশহালিয়া এলাকায় প্রায় ২ কিলোমিটার ঝুঁকিতে রয়েছে। উত্তর বেদকাশি ইউনিয়নের কাটকাটা থেকে গণেশ মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত এক কিলোমিটার, কাশিরহাটখোলা থেকে কাটমারচর পর্যন্ত ৭০০ মিটার, পাথরখালী এলাকায় ৬০০ মিটার এবং মহেশ্বরীপুর ইউনিয়নের শেখেরকোনা, নয়ানি, শাপলা স্কুল এলাকা, তেঁতুলতলারচর ও চৌকুনি এলাকায় প্রায় ৩ কিলোমিটারের মতো বাঁধ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেখা গেছে। উপজেলা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সভাপতি মো. খায়রুল বলেন, এ পর্যন্ত যতগুলো দুর্যোগ এসেছে, এর বেশির ভাগই মে মাসে। এ জন্য মে মাস এলে আতঙ্কিত থাকে উপকূলের মানুষ। তিনি অভিযোগ করেন, বরাদ্দের টাকা আত্মসাতের সুযোগ সৃষ্টির জন্য পাউবো'র লোকজন অসময়ে এসে কাজ ধরেন। এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) বিএম তারিক-উজ-জামান বলেন, আইলার বিধ্বস্ত হয়ে যে খাল হয়েছে ওখানে যাতায়াতের জন্য দ্রুত একটা ড্রাম ব্রিজ করা পরিকল্পনা আছে।

ফরিদপুরে আঙুর চাষে সফল ফজলে রাব্বি

ফরিদপুর প্রতিনিধি

ফরিদপুরে পরীক্ষামূলক আঙুর চাষে পুরোপুরি সফল হয়েছেন আহম্মেদ ফজলে রাব্বি (২৮)। প্রথম বছরেই তিনি নানা জাতের আঙুর চাষ করে বাজিমাৎ করেছেন। আগামী বছর থেকে তিনি আরও বড় পরিসরে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করবেন বলে জানিয়েছেন।খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শহরের ১ নম্বর সড়কের গোয়ালচামট মহল্লার বাসিন্দা শেখ আব্দুর রবের ছেলে আহম্মেদ ফজলে রাব্বির ছোটবেলা থেকেই গাছপালা লাগানোর বেশ শখ ছিল। ২০২২ সালে শখের বশে বাড়ির ছাদে চার ধরনের চারটি আঙুরের চারা রোপণ করেন। এরপর ২০২৩ সালে শহরতলীর শোভারামপুর ইউনিয়ন পরিষদের কাছে ৭০ শতাংশ জমি পাঁচ বছরের জন্য ২ লাখ ২৫ হাজার টাকায় লিজ নিয়ে থ্রি স্টার গ্রিন নামে বাগান গড়ে তোলেন। সেখানে বিভিন্ন ফল ছাড়াও ৫০ শতাংশ জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে আঙুর চাষ শুরু করেন।

সরেজমিনে জানা যায়, ফজলে রাব্বির বাগানে ৫০ শতাংশ জমিতে এক বছর বয়সী নতুন-পুরান বিভিন্ন জাতের প্রায় ৪৫০টি আঙুর গাছ রয়েছে। প্রায় প্রতিটি গাছেই থোকায় থোকায় ধরে আছে সবুজ, লাল ও কালো রঙের আঙুর। তবে তার বাগানে এবার যে আঙুর হয়েছে সবই দর্শনার্থীদের জন্য। এ বছর তিনি আঙুর বিক্রি করবেন না। তার বাগানে রয়েছে বাইকুনুর, ডিক্সন, ফান্টাসি সিডলেস, নারু সিডলেস, মার্সেল ফোরাস, ভাইটালিয়া আরলি রেডসহ বিভিন্ন প্রজাতির আঙুর। তার আঙুরের বাগান দেখতে প্রতিদিনই দর্শনার্থীরা ভিড় জমাচ্ছেন। দেখতে আসা মানুষদের মাঝে তিনি বাগান থেকে আঙুর তুলে খাওয়াচ্ছেন।

টাঙ্গাইলে ডায়াবেটিক ধান চাষে সফলতা

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

ডায়াবেটিস রোগীর কথা চিন্তা করে স্বল্প কার্বোহাইড্রেট সম্পন্ন পুষ্টিকর ব্রি ধান-১০৫ 'ডায়াবেটিক ধান' উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। নতুন এই ধান চাষ করে আশানুরূপ ফলন পেয়েছেন কৃষকরা। যার বাজার মূল্য বেশিও পাওয়া যাবে এবং এই ধান ভবিষ্যতে দেশের কৃষি অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে দাবি কৃষি বিজ্ঞানীদের। কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, ব্রি ধান-১০৫ অন্য জাতের ধান গাছের চেয়ে বৈশিষ্ট্যগতভাবে কিছুটা আলাদা। সবুজ ও খাড়া ডিগ পাতা আর মাঝারি লম্বা ও চিকন ধানের দানা। এটি স্বল্প কার্বোহাইড্রেট সম্পন্ন পুষ্টিকর ধান। ডায়াবেটিক রোগীদের খাবারের জন্য উপযোগী, যা দেশের মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এর বীজ কৃষক নিজেরাই উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে পারবেন। এই জাতের ধান প্রথমবার মতো প্রদর্শনী প্লট হিসাবে চাষ হয়েছে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলার মুশুদ্দি গ্রামের মাঠে। দুইজন কৃষক এই ধান চাষ করেছেন। ধান কর্তন উপলক্ষে সম্প্রতি মুশুদ্দির বটতলা গ্রামের মাঠে অনুষ্ঠিত হয় মাঠ দিবস। মাঠ দিবসে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।ডায়াবেটিক ধান আবাদকারী মুশুদ্দি গ্রামের কৃষক মিজানুর রহমান বলেন, '৫০ শতক জমিতে কৃষি অফিসের পরামর্শে ব্রি ধান- ১০৫ প্রদর্শনী প্লট হিসাবে আবাদ করেছি। এই ধানে রোগবালাই নেই বললেই চলে। একই খরচে অন্য জাতের চেয়ে এই ধানের ফলনও বেশি। বিঘা প্রতি ২৮ মণ (কাঁচা) ফলন পেয়েছি।' অপর কৃষক গোলাম মোস্তাফা ভুট্টু বলেন, 'নতুন এই জাতের ধানের ফলন খুবই ভালো। গড়ে বিঘা প্রতি ২৯ মণ (কাঁচা) পেয়েছি। গাজীপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এই ধান আমাদের নিকট থেকে সংগ্রহ করবেন। তাঁরা নিয়মিত আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখছেন। এখন পর্যন্ত এ ধানের মূল্য নির্ধারণ করা হয়নি। কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মাসুদুর রহমান বলেন, ধান চাষে এই অঞ্চলটি খুবই উপযোগী। আমরা খেতে গিয়ে নতুন জাতের এই ধান চাষিদের সার্বিক পরামর্শ দিয়েছি। পর্যাপ্ত বীজ পেলে কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। ধান গবেষণার মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আমেনা খাতুন বলেন, দেশে ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। ডায়াবেটিস রোগীর কথা চিন্তা করে ব্রি ধান-১০৫ 'ডায়াবেটিক ধান' উদ্ভাবন করা হয়েছে। এটি বোরো মৌসুমের একটি কম জিআই সম্পন্ন, রোগবালাই ও পোকামাকড় আক্রমণ রোধক ধান। গড় ফলন হেক্টরে ৭ দশমিক ৬ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টর প্রতি ৮ দশমিক ৫ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। এর জীবনকাল ১৪৮ দিন।বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীর বলেন, দেশে যেন কখনও খাদ্য ঘাটতি দেখা না দেয়, সেজন্য উচ্চ ফলনশীল নতুন নতুন ধানের জাত উদ্ভাবনে গবেষণায় জোর দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ব্রি-১০৫ থেকে পাওয়া চালে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কম এবং সে কারণেই এটিকে 'ডায়াবেটিক ধান' বলা হচ্ছে।

সাপ্তাহিক সুপ্রভাত ঢাকা
সত্যের পথে, দেশের স্বার্থে

সাকিবকে অধিনায়ক করার পরামর্শ আশরাফুলের

ক্রীড়া প্রতিবেদক

বেশ ঘটা করেই বাংলাদেশ জাতীয় দলের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল নাজমুল হোসেন শান্তর হাতে। শুরুটা ভালো করলেও সাম্প্রতিক সময়ে নিজের ব্যাটিং নিয়ে ক্রমাগত সমালোচনার শিকার হচ্ছেন জাতীয় দলের এই অধিনায়ক। বিশেষ করে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে নিজের ব্যাটিং স্ট্রাইকরেট নিয়ে ভুগতে হচ্ছে শান্তকে। ব্যাট হাতে রানটাও অবশ্য পাচ্ছেন না তিনি।

শান্তর এমন ব্যাটিং পারফরম্যান্সের কারণে তাকে বিশ্রামে রাখার পক্ষপাতী দেশের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল। শান্তর বদলে বিকল্প হিসেবে তানজিদ হাসান তামিমের কথাও তুলেছেন তিনি। সঙ্গে শান্ত না থাকা অবস্থায় অধিনায়ক

হিসেবে আশরাফুলের ভরসা সাকিব আল হাসান। সম্প্রতি দেশের প্রথমসারির এক ক্রীড়া গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আশরাফুল বলেন, 'শান্ত নিজে থেকে দুইটা ম্যাচ বিশ্রাম নিয়ে অন্য কাউকে সুযোগ দিতে পারে। রাতারাতি একাদশে পরিবর্তন আনার পক্ষে আমি না। তারপরও আমার মনে হয় তানজিদ তামিমকে নিয়ে আসতে পারি। ম্যানেজমেন্ট সাহস করতে পারছেন না যেহেতু, ৭ ব্যাটার নিয়েই খেলবেন। সেহেতু একটাই পরিবর্তন হতে পারে- শান্তর জায়গায় তামিমকে আনা। শান্ত বিশ্রামে থাকলে অধিনায়ক হবেন কে? এই প্রশ্নের জবাবও দিয়েছেন আশরাফুল। সাবেক এই অধিনায়কের মতে, 'ক্যাপ্টেন্সি সাকিব করতে পারে, যেহেতু সহ-অধিনায়ক তাসকিন ইঞ্জুরিতে। কোচ-ম্যানেজমেন্ট সাকিবকে অনুরোধ করতে পারে অধিনায়কত্বের জন্য। দ্বিতীয় ম্যাচে একটা পরিবর্তনই আনা যেতে পারে। শান্তর একটু বিশ্রাম প্রয়োজন, বাইরে থেকে খেলা দেখা প্রয়োজন। যেহেতু স্ট্রাগল করছে, বিশেষ করে এই ফরম্যাটে।'

শান্তর বর্তমান ফর্ম নিয়ে আশরাফুলের মন্তব্য, 'বিপিএলেও সবগুলো ম্যাচ খেলানো হয়েছে, এখানেই বড় ভুলটা হয়েছে। বিপিএলে ৫-৬ ম্যাচে বিশ্রাম দিলে ভালো ছন্দে আসার সুযোগ থাকত। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে একটা ফিফটি করলেও জিম্বাবুয়ের সাথে এতটা ভালো করতে পারেনি। ব্যাটিং কনফিডেন্স খুব লো মনে হচ্ছে।'

শান্তর স্ট্রাইক রেট নিয়ে আশরাফুল, 'ওর এই স্ট্রাইক রেট এটা তো সবাই জানি। আমাদের দেশে সমস্যা হলো- এক ফরম্যাটে ভালো খেললে সব ফরম্যাটে বিবেচনা করে ফেলি। একটা রান করলে সব কিছু ভুলে যাই। যেহেতু বিশ্বকাপে চলেই গেছে, এখন তো পরিবর্তনের কিছু নেই। এখন এই অধিনায়ককেই সবার সমর্থন করতে হবে। আশা করি শান্ত একটু সময় নেবে। জানি অনেক কঠোর পরিশ্রমী। উইকেটে গিয়ে একটু সময় নিতে হবে। ১১ বলে ৩ রান করে ডাউন দ্য উইকেটে গিয়েছে, স্পিনের বিরুদ্ধে এভাবে না গেলেও হত কারণ বোলারটা ভালো করছিল। ভালো বোলারকে সম্মান দিতে হবে। অন্য কোনো শট ভাবতে হবে যে শট দিয়ে পাওয়ারপ্লেতে রান করা যাবে। এই ফরম্যাটে শান্ত স্ট্রাগল করছে। ২০২২ বিশ্বকাপেও দুটি ফিফটি করলেও স্ট্রাইক রেট ১১০ এর মতই ছিল। তখন সবাই দুটি ফিফটির কারণে বাহবা দিয়েছিলাম।'

অধিনায়ককে ম্যাচে ভালো কিছুর তাগিদ দিয়ে আশরাফুলের মন্তব্য 'পারফর্ম না করলে বাংলাদেশ দলকে নেতৃত্ব দেওয়া খুবই কঠিন। কীভাবে পারফর্ম করবেন আপনাকেই বের করতে হবে।

রেকর্ড-সম্মাননা ছাপিয়ে কুড়িগ্রামের শাওন

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি

জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স শুরু হয়েছে গত শুক্রবার (২৪ মে)। শুরুর দিনে নজর কেড়েছে কুড়িগ্রামের মো. শাওন। পারিবারিক চাহিদা মেটাতে দিন মজুরের কাজ করতে হয়। এর মধ্যেই অ্যাথলেটিক্স চর্চা করে জাতীয় জুনিয়র কিশোর বিভাগের ১৫০০ মিটারে রেকর্ড গড়ে স্বর্ণপদক জিতেছে।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত শেখ কামাল জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্সে ১৫০০ মিটার দৌড়ে পাঁচ বছর আগের রেকর্ড ভেঙ্গেছে শাওন। চার মিনিট ১৪.১২ সেকেন্ডে নতুন রেকর্ড গড়েছে কুড়িগ্রামের এই ছেলে। ২০১৮ সালে চার মিনিট ১৯.২০ সেকেন্ডে আগের রেকর্ডটি গড়েছিল নড়াইলের বিজয় মল্লিক।

বাবার সঙ্গে মাঝে-মধ্যে কৃষি কাজ ছাড়াও শুক্র ও শনিবার দিনে সাড়ে তিনশ টাকা করে চুক্তিতে এলাকায় রাজমিস্ত্রীর কাজও করে শাওন। সেই টাকা দিয়েই নিজের বাড়তি পুষ্টির খাবার ক্রয় করে। পাঁচগাছি দাখিল মাদ্রাসার দশম শ্রেণীর ছাত্র শাওন জানায়, 'মাদ্রাসা বন্ধের দুই দিন শুক্র ও শনিবার রাজমিস্ত্রীর কাজ করি। ওই টাকা দিয়ে অ্যাথলেটিক্স অনুশীলনের পর পুষ্টিকর খাবার কিনে খাই। রেকর্ড গড়ায় ফেডারেশনের পক্ষ থেকে দশ হাজার টাকা পেয়েছে আর্থিক পুরস্কার হিসেবে। এই অর্থ নিজের পুষ্টিকর খাবারেই ব্যয় করতে চায় শাওন। আগে ১০০ ও ২০০ মিটার স্প্রিন্ট খেলত। সেখানে দম হারানোয় ১৫০০ মিটার বেছে নেওয়া তার, 'এক সময় ফুটবল খেলতাম। কুড়িগ্রামের কোচ শফিকুল ইসলামের মাধ্যমে অ্যাথলেটিক্সে এসেছি। শুরুর দিকে আমি ১০০ ও ২০০ মিটারে চেষ্টা করেছি। সেখানে তেমন দম পেতাম না। তাই ১৫০০ মিটারে খেলছি। এখানে ভালো খেলছি, এতে তৃপ্ত।

শেখ কামাল ৩৮তম জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় ৪৫ ক্রীড়া সংস্থার ৩৯২ জন অ্যাথলেট অংশগ্রহণ করেছেন। বালক-বালিকা (অ-১৭),কিশোর-কিশোরী (অ-১৯) দুই ভাগে হচ্ছে খেলা। প্রতিযোগিতার আকর্ষণীয় ১০০ মিটারের চার ইভেন্টের স্বর্ণই বিকেএসপির। দুই বিভাগে দ্রুততম মানব (বালক) মো. শিপন মিয়া, দ্রুততম মানবী (বালিকা) মিম আক্তার এবং দ্রুততম মানব (কিশোর) দেলোয়ার হোসেন, দ্রুততম মানবী (কিশোরি) সুমাইয়া আক্তার প্রথম হয়েছেন। জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ২ জন কৃতি অ্যাথলেটকে প্রতিযোগীদের সামনে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে সম্মাননা ও চেক হস্তান্তর করা হয়। ইরানের তেহরানে অনুষ্ঠেয় ১১তম এশিয়ান ইনডোরে ৪০০মিটার ইভেন্টে রৌপ্য পদকজয়ী মো. জহির রায়হানকে ২ লাখ এবং একই প্রতিযোগিতার হাইজাম্প ইভেন্টে বোঞ্জ পদক অর্জনকারী মো. মাহফুজুর রহমানকে ১ লাখ টাকা প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন, বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের মহাসচিব সৈয়দ শাহেদ রেজা। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট নুরউদ্দিন চৌধুরী নয়ন।

বাফুফে'র ২ কর্মকর্তাকে ফিফার নিষেধাজ্ঞা

ক্রীড়া প্রতিবেদক

আর্থিক অসঙ্গতির দায়ে সালাম মুর্শেদী ও আবু নাইম সোহাগসহ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ৫ কর্মকর্তাকে শাস্তির আওতায় এনেছে ফিফা। এর মধ্যে সোহাগের শাস্তি প্রথমে ২ বছর নিষেধাজ্ঞা ছিল, এবার বলা হয়েছে তিনি তিন বছর নিষিদ্ধ থাকবেন। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) আর্থিক বিষয়াদি নিয়ে তদন্ত করেছিল

ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। সেই তদন্তে বাফুফের সাধারণ সম্পাদক আবু নাঈম সোহাগকে দুই বছরের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল। সোহাগ ছাড়া আরও কয়েকজনের ওপর তদন্ত অব্যাহত রেখেছিল ফিফা। সেই তদন্তের রায় বৃহস্পতিবার (২৩ মে) প্রকাশ করেছে ফিফা। অর্থাৎ বাফুফে'তে দুর্নীতির ঘটনায় আজ চূড়ান্ত শাস্তি ঘোষণা করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

বাফুফে'র সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুস সালাম মুর্শেদী বাফুফে'র ফিন্যান্স কমিটির চেয়ারম্যান। আর্থিক অসঙ্গতি ও ফিফার কমপ্ল্যায়েন্স সঠিকভাবে ফেডারেশন পূরণ করতে না পারায় সালাম মুর্শেদীকেও দশ হাজার সুইস ফ্রাঁ (প্রায় ১৩ লাখ টাকা) জরিমানা করা হয়েছে। সালামের পাশাপাশি বাফুফের প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজার ইমরুল হাসান শরীফকেও সাধারণ দায়িত্বের আওতায় ফিফা নির্দেশিত কমপ্ল্যায়েন্স পূরণ না করায় সতর্ক করা হয়েছে। ফিফা'র এথিকস কমিটির এডজুকেটরি চেম্বার সবার সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে এই সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে। আবু নাঈম সোহাগ, আবু হোসেন, মিজানুর রহমানের ওপর সাধারণ দায়িত্ব, আনুগত্য ও মিথ্যাচারের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এর আগে ২০২৩ সালের ১৪ এপ্রিল দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিলেন আবু নাঈম সোহাগ। আজকের বিজ্ঞপ্তিতে তাকে তিন বছরের সাজা দেওয়া হয়েছে। আর তার মোট জরিমানার পরিমাণ প্রায় ২৬ লাখ টাকা।

বাংলাদেশের ইতিহাসে টি-টোয়েন্টিতে বড় জয়

ক্রীড়া প্রতিবেদক

প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হার। সিরিজও হয়ে যায় হাতছাড়া। হিউস্টনে তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচটি ছিল বাংলাদেশের জন্য মান বাঁচানোর, হোয়াইটওয়াশ লজ্জা এড়ানোর।

এমন এক ম্যাচে এসে রেকর্ডগড়া জয় তুলে নিলো বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া ১০৫ রানের লক্ষ্য তারা পেরিয়ে গেলো ৫০ বল আর ১০ উইকেট হাতে রেখেই।

উইকেটের হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় জয় এটি। এর আগে সবচেয়ে বড় জয়টি ছিল মিরপুরে ২০১৪ সালে আফগানিস্তানের বিপক্ষে। ওই ম্যাচে আফগানদের মাত্র ৭২ রানে গুটিয়ে ৯ উইকেটে জিতেছিল টাইগাররা।

পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দল ঘোষণা

ক্রীড়া ডেস্ক

অবশেষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের ১৫ সদস্যের এই দলে নেই কোনো চমক। যথারীতি বাবর আজমের নেতৃত্বেই বিশ্বকাপ খেলবে পাকিস্তান। দলে আছেন অবসর ভেঙে ফেরা মোহাম্মদ আমির ও ইমাদ ওয়াসিম।

এর আগে ২ মে আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ১৮ সদস্যের দল ঘোষণা করেছিল পাকিস্তান। এক বিজ্ঞপ্তিতে পিসিবি তখন জানিয়েছিল, এই ১৮ জন থেকে ৩ জন কমিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড সাজানো হবে। ১৮ সদস্যের দল থেকে বাদ পড়া তিনজন হাসান আলী, মোহাম্মদ ইরফান ও আগা সালমান। এর মধ্যে হাসানকে গত ২২ মে দল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

সাইম আইয়ুব, আব্বাস আফ্রিদি, উসমান খান, আজম খান, আবরার আহমেদ-এই পাঁচজন এবার প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন। ২০১৬ সালের পর আমির এই প্রথম আবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবেন। ইমাদ সর্বশেষ খেলেছেন ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। দলের বাকি ৮ জন সর্বশেষ ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলেও ছিলেন।

বিশ্বকাপে পাকিস্তানের প্রথম ম্যাচ ৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। 'এ' গ্রুপে পাকিস্তানের অন্য তিন প্রতিপক্ষ ভারত, কানাডা ও আয়ারল্যান্ড।

পাকিস্তানের বিশ্বকাপ দল

বাবর আজম (অধিনায়ক), মোহাম্মদ রিজওয়ান, সাইম আইয়ুব, ফখর জামান, ইফতিখার আহমেদ, উসমান খান, আজম খান, শাদাব খান, ইমাদ ওয়াসিম, শাহিন শাহ আফ্রিদি, মোহাম্মদ আমির, নাসিম শাহ, হারিস রউফ, আব্বাস আফ্রিদি, আবরার আহমেদ।

বি নো দ ন

টেলিভিশন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসছে গোল্ডস্যান্ডস গ্রুপের নতুন বিজ্ঞাপনচিত্র

বিনোদন প্রতিবেদক

পর্যটন হোটেল ও রিসোর্ট নির্মাণের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান গোল্ডস্যান্ডস গ্রুপের বেশ কয়েকটি কয়েকটি বিজ্ঞাপনচিত্রের চিত্রধারণ হয়েছে রাজধানীর গুলশানে গ্রুপের প্রধান কার্যালয়ে।

গোল্ডস্যান্ডস গ্রুপের প্রধান কার্যালয়ে হোটেল-রিসোর্টের একটি মডেল স্যুইট এবং অফিসের বিভিন্ন লোকেশনে বিজ্ঞাপনচিত্রগুলোর চিত্রধারণ করা হয়। মূলত পর্যটন হোটেল ব্যবসায় বিনিয়োগ করে হোটেলের আংশিক মালিকানা লাভ এবং সেইসাথে প্রতিবছর সুদমুক্ত হালাল আয়ের বিষয়টি বিজ্ঞাপনচিত্রে তুলে ধরা হয়েছে।

বিজ্ঞাপনচিত্রগুলোর আউটডোর স্যুটিং হয়েছে পর্যটন নগরী কক্সবাজারের হিমছড়ি এবং কলাতলীতে। এসব মনোরম পরিবেশেও গোল্ডস্যান্ডস্ গ্রুপের পাঁচতারকা মানের হোটেল নির্মিত হচ্ছে। সাগরকন্যা কুয়াকাটাতেও নির্মিত হচ্ছে আরও একটি পাঁচতারকা মানের বিলাসবহুল হোটেল।

বিজ্ঞাপনচিত্রগুলোতে মডেল শিল্পী হিসেবে অভিনয় করেছেন অভিনেতা তাপস সরকার, ডা. সোহেলী মুক্তা, চিত্রনায়ক সুব্রত, শিখা মৌ এবং চলচ্চিত্র শিল্পী শাহেন শাহ জুয়েল ও র‍্যাম্প মডেল তনুশ্রী। বিজ্ঞাপনচিত্রগুলোর চিত্রধারণ করেছেন কামাল আহমেদ। পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন শ্যামল দত্ত ও শিবলু মাহমুদ। গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক মো. মাসুদ আলম এবং পিআর মিডিয়া প্রধান এস এম

হোসেন বাবলা বিজ্ঞাপনচিত্রের চিত্রধারণকালে উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞাপনচিত্রগুলো খুব শিগগিরই বিভিন্ন স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সম্প্রচার করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

১০ প্রেক্ষাগৃহে ফারিণের 'ফাতিমা'

বিনোদন প্রতিবেদক

অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ এবার হাজির হয়েছেন বড় পর্দায়। ছয় বছর আগে ক্যারিয়ারে প্রথম নাম লিখিয়েছিলেন সিনেমা 'ফাতিমা'য়। সেই সিনেমাটি আজ ১০টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। এই সিনেমা দিয়ে ৪২তম ফজর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য ক্রিস্টাল সিমোর্গ অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন ফারিণ। 'ফাতিমা' সিনেমার পরিচালক ধ্রুব হাসান। সিনেমাটি ইতিমধ্যে বেশ কিছু উৎসব থেকে সম্মাননা ও প্রশংসা পেয়েছে। এই সিনেমা প্রসঙ্গে ফারিণ বলেন, 'ছয় বছর পর আবার শুটিং শুরু করতে হবে শুনে অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু ধ্রুব ভাইয়ের প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল যে উনি যেকোনোভাবেই হোক ছবিটা শেষ করবেন। শেষ পর্যন্ত তো ছবিটা শেষ হলো খুব ভালো করে এবং দেশের বাইরে কয়েকটি চলচ্চিত্র উৎসব ঘুরে এসেছে। ইরানের ফজর উৎসবে আমিও গিয়েছিলাম, সেখানে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কারও পেলাম। এখন ছবিটি দর্শক দেখলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক। পরিচালক ধ্রুব হাসান জানান, ১০ মে সিনেমাটির প্রথম দিকে মুক্তির শিডিউল থাকলেও সে সময় একটি হলে কয়েকটি শো হয়। কিন্তু তাঁরা অফিশিয়ালি ২৪ মে সিনেমাটি মুক্তির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ফারিণের ছবিটি দেখা যাবে স্টার সিনেপ্লেক্সের চারটি শাখা (বসুন্ধরা, মহাখালী, মিরপুর ও চট্টগ্রাম), লায়ন সিনেমাস (পুরান ঢাকা), শ্যামলী সিনেমা, ব্লকবাস্টার সিনেমাস (যমুনা ফিউচার পার্ক), সিনেস্কোপ (নারায়ণগঞ্জ), গ্র্যান্ড সিলেট মুভি থিয়েটার (সিলেট) ও রুটস সিনেক্লাব (সিরাজগঞ্জ)।

শিল্পচর্চা ধ্বংস হয়ে গেছে: মামুনুর রশীদ

বিনোদন প্রতিবেদক

শিল্প চর্চা ধ্বংস হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন নাট্যজন মামুনুর রশীদ। অকাল প্রয়াত থিয়েটার কর্মী, টিভি নাট্য নির্মাতা তারেক খানের স্মরণসভায় এ কথা বলেন তিনি। অনুশীলন প্রাক্তনীর উদ্যোগে বৃহস্পতিবার (২৩ মে) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সেমিনার কক্ষে তারেক খান স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্মরণসভায় মামুনুর রশীদ বলেন, অনুশীলন নাট্যদলের সাবেক নিবেদিত প্রাণ তারেক খান মুসলিম পরিবারের মধ্যে সর্বশেষ সংগ্রামী শিল্পী। দারিদ্র্য ও পরিবারের মতের বিরুদ্ধে এত সংগ্রাম করে আর কেউ আসবে বলে মনে হয় না। তারেক খান ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন মামুনুর রশীদের মামাতো ভাই ও দীর্ঘদিনের নাট্যসারথী।

অনুশীলন নাট্যদলের কর্ণধার মলয় ভৌমিক তার স্মৃতিচারণে বলেন, দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে বাংলাদেশের প্রায় সব শিল্পীরই নিজের পরিবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শিল্পী হয়ে উঠতে হয়। তারেক খানের বেড়ে ওঠা ঠিক তেমনই। স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত সমাজকর্মী অ্যাডভোকেট আব্রাহম লিংকন বলেন, সংস্কৃতি চর্চা যারা করেন তাদের অনেকের মধ্যে রাজনীতি নেই। কিন্তু তারেক খান এমন একজন সংস্কৃতিকর্মী, যিনি রাজনীতিতেও ছিলেন। নাট্যকর্মী তারেক খানের স্মৃতিচারণ করেন তার মেয়ে গল্পকার ও অভিনেতা উনাইসা তিজান খান, অনুশীলন নাট্যদল ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন ও রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের প্রাক্তন কর্মীরা। স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন অনুশীলন প্রাক্তনীর আহ্বায়ক কামাল আহমেদ এবং সঞ্চালনা করেন দীপু মাহমুদ ও আল জাবির। স্মরণসভায় গান ও কবিতার মাধ্যমে তারেক খানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কণ্ঠশিল্পী মানসী, বিপ্লব, আবৃত্তিশিল্পী সৈয়দ আপন আহসান প্রমুখ।

সুখবর দেবেন তাহসান-মিথিলা!

বিনোদন প্রতিবেদক

জনপ্রিয় তারকা জুটি তাহসান খান ও রাফিয়াত রশীদ মিথিলা দীর্ঘ প্রেমের পর ২০০৭ সালের ৩ আগস্ট বিয়ে করেন। একসঙ্গে গান অভিনয় সবটাই করেছেন তবে ২০১৭ সালের মে মাসে আনুষ্ঠানিক

বিচ্ছেদের খবরে ভক্তদের মন ভেঙে যায়। এতো বছর পর শোনা গেল তাদের এক সঙ্গে কাজ করার খবর। বাজি ওয়েব সিরিজে একজন ক্রিকেটারের চরিত্রে দেখা যাবে তাহসানকে। এতে তার সঙ্গে আছেন রাফিয়াত রশিদ মিথিলা। সংগীতশিল্পী তাহসান খান অভিনয় দিয়েও ভক্তদের মুগ্ধ করেছেন। কিন্তু গানে মনোযোগ দেয়ার কথা জানিয়ে ২০২২ সালে অভিনয় থেকে বিরতি নেন তিনি। সেই বিরতির পালা এবার শেষ হয়েছে। আবারও অভিনয়ে পর্দায় দেখা যাবে তাহসানকে। আরিফুর রহমানের 'বাজি' ওয়েব সিরিজ দিয়ে অভিনয়ে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে তার। এটি তাহসানের প্রথম ওয়েব সিরিজ। এর আগে গোলাম সোহরাব দোদুলের 'ছক' সিনেমা দিয়ে ওটিটিতে কাজ শুরু করেন তাহসান।

অভিনয়ে ফেরা প্রসঙ্গে তাহসান খান বলেন, 'অভিনয় নিয়ে পড়াশোনা করতে কয়েক বছর বিরতি নিয়েছিলাম। ইচ্ছা ছিল ওটিটিতে কাজ করার। প্রায় আড়াই বছর পর আবার অভিনয় করেছি একটি ওয়েব সিরিজে। প্রথমবার কোনো ওয়েব সিরিজে অভিনয় করলাম। সিরিজটি নিয়ে নির্মাতা আরিফুর রহমান বলেন, 'ক্রিকেট নিয়ে সাজানো হয়েছে বাজির গল্প। এই প্রথম বাংলা কোনো ওয়েব কনটেন্টে উঠে আসবে ক্রিকেট নিয়ে গল্প। সবাই অনেক পরিশ্রম করেছেন সিরিজটির জন্য। শুটিং শুরুর আগে বেশ কয়েক মাসের প্রস্তুতি পর্ব সেরেছেন তাহসান-মিথিলা। পর্দায় সেই পরিশ্রমের ছাপ দেখতে পারবেন দর্শক।' সাত পর্বের এই সিরিজ ঈদুল আজহায় দেশের একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে বলে জানিয়েছেন নির্মাতা আরিফুর রহমান।

বাঙালি অভিনেত্রীর কান জয়

বিনোদন ডেস্ক

এবারের ৭৭তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথম ভারতীয় বাঙালি অভিনেত্রী হিসেবে অনসূয়া সেনগুপ্ত ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তিনি 'আন সার্টেন রিগার্ড' বিভাগে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়ে কান জয় করেছেন। তিনি কলকাতার মেয়ে। অনসূয়া 'দ্য শেমলেস' সিনেমার জন্য এ পুরস্কার লাভ করেন।

এই প্রথম কান চলচ্চিত্র উৎসবে কোনো ভারতীয় অভিনেত্রী এ বিভাগে পুরস্কৃত হলেন। তবে অনসূয়ার কর্মজীবনের শুরুটা অনেক বছর আগে হয়েছে। বাংলা সিনেমাতেও কাজ করেছেন তিনি। অঞ্জন দত্তের 'ম্যাডলি বাঙালি' সিনেমাতে তানিয়ার চরিত্রে অনসূয়াকে দেখা গেছে। কলকাতার লেক গার্ডেন্সে জন্ম নেওয়া অনসূয়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে পড়াশোনা করেছেন। বুলগেরিয়ান নির্মাতা কনস্ট্যান্টিন বোজানোভের 'দ্য শেমলেস' সিনেমাতে একজন যৌনকর্মীর জীবনের গল্প উঠে এসেছে। অনসূয়া বলিউডে প্রোডাকশন ডিজাইনার হিসেবেও খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'রে' সিরিজেও কাজ করেও প্রশংসিত হন। এদিকে কান চলচ্চিত্র উৎসবের সর্বোচ্চ পুরস্কার স্বর্ণ পাম জিতেছে মার্কিন নির্মাতা শন বেকারের সিনেমা 'আনোরা'। শনিবার (২৫) রাতে ৭৭তম কান চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপনী দিনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

শিল্পী সমিতি ও নিপুণকে চিঠি দিচ্ছে চলচ্চিত্রের ১৯ সংগঠন

বিনোদন প্রতিবেদক

চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি ও এ সমিতির নির্বাচনে পরাজিত সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী নিপুণ উভয়কেই চিঠি পাঠাতে চলেছে চলচ্চিত্রের ১৯ সংগঠন। নিপুণের রিটে বর্তমানে শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডিপজলের দায়িত্ব পালনের স্থগিতাদেশ দিয়েছেন আদালত। বর্তমান পরিস্থিতিতে শিল্পী সমিতি ও নিপুণ উভয়ের কর্মকাণ্ডই ভাবমূর্তি নষ্ট করছে চলচ্চিত্র অঙ্গনে। বিষয়টি বিবেচনায় এনে দেশের চলচ্চিত্রের ১৯ সংগঠন নতুন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বুধবার (২২ মে) চলচ্চিত্রের ১৯ সংগঠনের মতবিনিময় সভায় এ নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নতুন সিদ্ধান্তে শিল্পী সমিতি ও নিপুণ উভয়কে সাবধান হতে বলার পাশাপাশি অনুরোধ করা হবে ধৈর্য ধারণ করার জন্য।

পর্যটন খাতে অপার সৌভাগ্য ও সম্ভাবনার নাম 'গোল্ডস্যান্ডস গ্রুপ'

মৃদুল মিনহাজ

দেশের পর্যটন খাতে বিনিয়োগের হাতছানি নিয়ে ও এই খাতের সার্বিক উন্নয়নে মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যেই অর্থনৈতিক গেম-চেঞ্জার হয়ে উঠেছে কক্সবাজার ও কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের এই শহরগুলো বছরের অধিকাংশ সময়েই এমনভাবে পর্যটক দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে যে কখনো কখনো এসব এলাকায় সমুদ্রের ঢেউয়ের চেয়েও পর্যটকের সংখ্যা বেশি বলে মনে হয়। আর পর্যটন মৌসুমের সময় তো কথাই নেই। তখন পর্যটকদের ভিড় সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খেয়ে যান এই শহর দু'টির হোটেল-মোটেলের মালিক-কর্মকর্তা-কর্মচারিরা।
এসব বিষয়কে মাথায় রেখেই দেশি-বিদেশি পর্যটকদের স্বস্তি দিতে এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বেকারত্ব দূরীকরণে বিশেষ অবদান রাখার প্রত্যয়ে কাজ করছে দেশের শীর্ষস্থানীয় হোটেল ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান 'গোল্ডস্যান্ডস গ্রুপ'। 'গোল্ডস্যান্ডস গ্রুপে'র অঙ্গ প্রতিষ্ঠান 'গোল্ডস্যান্ডস হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট লিমিটেড' পর্যটন নগরী কক্সবাজার ও কুয়াকাটায় পর্যটক ও পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এসব প্রকল্পের অংশ হিসেবে নির্মিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের বিলাসবহুল ৫ তারকা হোটেল, যেখানে মালিকানা ক্রয় করে যে কেউই হতে পারেন ৫ তারকা হোটেলের গর্বিত অংশীদার।
'গোল্ডস্যান্ডস গ্রুপে'র হোটেল-স্যুইট বা আংশিক মালিকানা ক্রয়েই পাওয়া যাবে সাফ-কবলা রেজিস্ট্রেশন। আর সেখান থেকে বছরজুড়েই আসবে নিশ্চিত মুনাফা ও হালাল আয়। মালিকানার পাশাপাশি গ্রাহকরা উপভোগ করতে পারবেন হোটেলের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা। পাশাপাশি থাকছে 'গোল্ডস্যান্ডস গ্রুপে'র রিওয়ার্ড মেম্বার কার্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন রিটেইল আউটলেট ও রেস্টুরেন্টের ডিসকাউন্ট সুবিধা।
'গোল্ডস্যান্ডস গ্রুপে'র আর্কিটেকচারিয়াল ডিজাইন করছে সিঙ্গাপুরের ওয়ার্ল্ড ক্লাস আর্কিটেক্ট প্রতিষ্ঠান সুরভানা-জুরং, যারা আধুনিক আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরিতে বিশ্বসেরা। এছাড়া বিশ্বের সেরা বিমানবন্দরগুলো তাদের নকশা ও ডিজাইনেই গড়ে উঠেছে।

যে কোনো ব্যবসা ও বিনিয়োগে লাভ-লোকসানের কথা শোনা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পর্যটন হোটেল। এ বিষয়ে পর্যটন বিশেষজ্ঞরা বলেন, কোনো হোটেল প্রজেক্ট আজ পর্যন্ত দেউলিয়া হয়নি বা হয়েছে বলেও শোনা যায়নি। তাই অন্য যে কোনো ব্যবসায় বিনিয়োগের চেয়ে হোটেল প্রজেক্টে বিনিয়োগ সবচেয়ে নিরাপদ, লাভজনক ও সম্মানজনক।

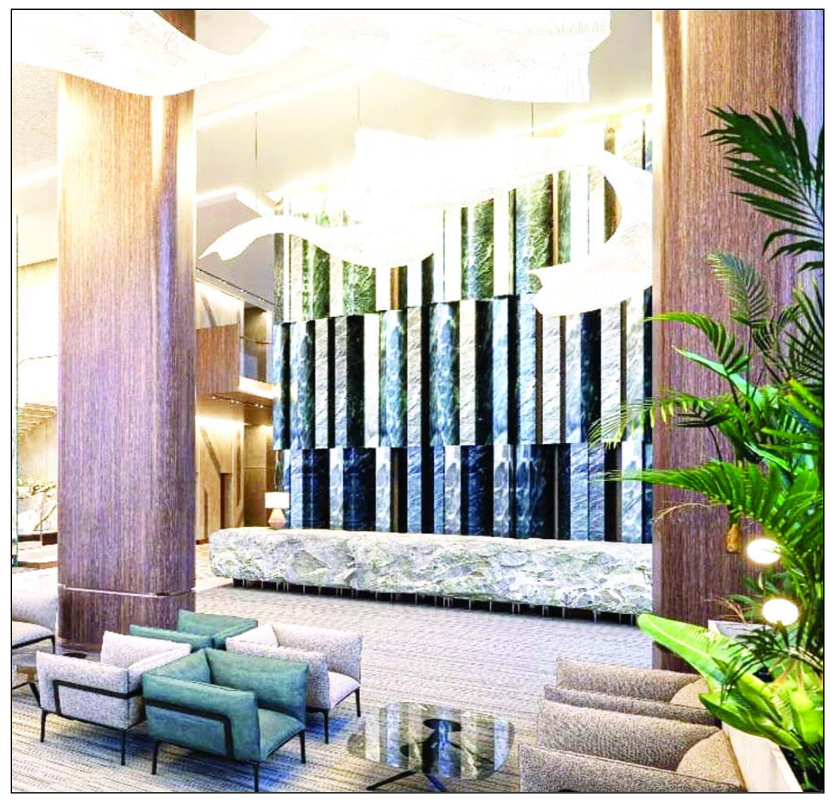

এসব বিষয়ে 'গোল্ডস্যান্ডস গ্রুপে'র কর্পোরেট হেড অফিস ৪৭, নাসা হাইটস, গুলশান-১, ঢাকা থেকে বিস্তারিত জানা যাবে। এর পাশাপাশি 'গোল্ডস্যান্ডস গ্রুপে'র মহাখালী, ধানমণ্ডি, উত্তরা, চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ ও খুলশী অফিস থেকেও বিস্তারিত তথ্য ও হোটেল-স্যুইটের মালিকানা ক্রয় করা যাবে।

নিশ্চিত জীবনের প্রয়োজনে 'আমিন সিটি পূর্বাচল'

বাদশা মো. সোহেল

পূর্বাচল ৩০০ ফিট রাস্তা হতে মাত্র ১৫ মিনিটের দূরত্বে বাণিজ্য মেলার মাঠ সংলগ্ন বেলদি বাজার মৌজায় গড়ে উঠেছে 'আমিন সিটি পূর্বাচল' নামে আধুনিক নগর। আধুনিক এই নগরে থাকছে সকল প্রকার নাগরিক সুযোগ-সুবিধা। বিনিয়োগকারীরা এখানে আস্থার সাথে বিনিয়োগ করছেন। এতো অল্পমূল্যে ভবিষ্যতে নিশ্চিত আবাসনের সুবিধা পেয়ে ক্রেতারা দারুণ খুশি।
সম্মানিত ক্রেতা মো. আব্দুল মোতালেব হোসেন একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। তিনি জানান, আমিন সিটি'তে বিনিয়োগ করে আমি অত্যন্ত খুশি। বর্তমানে ওয়ান সিটি ডেভেলপার লি. (ওসিডিএল) বাংলাদেশের মানুষের ভবিষ্যত নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় মূল্যে আমাকে জমি দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
মো. নজরুল ইসলাম মহসিন নামে রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী এক বিনিয়োগকারী জানান, আমিন সিটি পূর্বাচলে বিনিয়োগ করে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরে নিজেকে লাভবান মনে করছি এবং আনন্দ প্রকাশ করছি।
অ্যাডভোকেট মো. আব্দুর রহিম জানিয়েছেন, আমি আমিন সিটি'র সমস্ত কাগজপত্র পর্যবেক্ষণ করার পর নিশ্চিত হয়ে তারপর বিনিয়োগ করেছি। আমিন সিটি'র জমি এবং কাগজপত্র সরেজমিনে দেখে ও পর্যবেক্ষণ করার পরে বিনিয়োগ করে আমি আনন্দিত। তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে ঢাকার অদূরে পূর্বাচল আমিন সিটি হয়ে উঠবে দ্বিতীয় আধুনিক ঢাকা সিটি।

গোল্ড সিটি মাওয়াতে প্লট কিনবেন কেন?

মাহমুদ

নিরাপদ ও স্থায়ী আয়ের সংস্থানের পর মানুষ স্বভাবতই একটি নিরাপদ ও নিজস্ব মালিকানার এক খন্ড জমির ক্রয় করার জন্য আকাংখা করে। নিজের জমিতে নিজের স্বপ্নের ঘর দুয়ার নির্মাণ করে নিশ্চিন্ত বর্তমান ও ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করার জন্য মানুষের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার শেষ থাকে না। এমন মহামূল্যবান স্বপ্নকে বাস্তবে রুপ দিতে ওয়ান সিটি ডেভেলপারস লি. পূর্বাচলের পাশাপাশি মাওয়াতে নিয়ে এসেছে গোল্ড সিটি মাওয়া ল্যান্ড প্রজেক্ট। ঢাকা মাওয়া ছয় লেন বিশিষ্ট এক্সপ্রেসওয়ে পার হয়ে দেখা মিলবে সুবিশাল সবুজের মাঝখানে পদ্মার কোল ঘেঁষে গড়ে তোলা আধুনিক নজরকাড়া আবাসন প্রকল্পের পথিকৃত "গোল্ড সিটি মাওয়া"। রাজউক ঝিলমিল প্রজেক্টের সাথেই ও শ্রীনগর বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে "গোল্ড সিটি মাওয়া"প্রকল্পটি অবস্থিত।
যে কেউ তার ক্রয় ক্ষমতার উপর নিজের পছন্দ মতো বিভিন্ন সাইজের প্লট ও সাশ্রয়ী মূল্যে এককালীন বা সাধ্য অনুযায়ী কিস্তিতে প্লট বুকিং দিয়ে হতে পারে নিজের নামে নিজের জমির সাব-কাবলা মালিকানা

অত্যাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা:

বর্তমান বাংলাদেশে পূর্বাচলের পর সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন ও সুরক্ষিত আর্ন্তজাতিক মানের মহাসড়ক হচ্ছে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে। রাজধানী ঢাকার সাথে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার সাথে দ্রুতগামী যোগাযোগের সুযোগ মাওয়া অঞ্চলকে করে তুলেছে অনন্য। আর এই ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের শ্রীনগর ক্রসিংয়ে গড়ে উঠেছে "গোল্ড সিটি মাওয়া" প্রকল্প।

আধুনিক প্রযুক্তিবেষ্টিত নিরাপত্তা:

শহর থেকে দূরে পদ্মা বহুমুখী সেতু পার হয়ে সুবিশাল নদী ও অবারিত বনের কাছে "গোল্ড সিটি মাওয়া" প্রকল্পটি নিরাপত্তার দিক দিয়ে এক নজীরবিহীন পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। সমগ্র আবাসন, বানিজ্যিক ও বিনোদন অঞ্চলগুলো সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ঘেরা ও সিসি ক্যামেরা দিয়ে পর্যবেক্ষন করা হবে। নিরাপদ চলাচল ও সুরক্ষিত জীবন এই লক্ষ্যে "গোল্ড সিটি মাওয়া" প্রকল্পটি বিশ্বের সর্বশেষ নিরাপত্তামূলক প্রযুক্তি ব্যবহার করার অঙ্গীকার গ্রহন করেছে।

সাপ্তাহিক
সুপ্রভাত ঢাকা
সত্যের পথে, দেশের স্বার্থে

সোমবার
১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বাংলা
২৭ মে ২০২৪ ইং
১৮ জিলকদ ১৪৪৫ হিজরি
পৃষ্ঠা-৮ ॥ মূল্য ৫ টাকা

আগামী বছর নতুন নিয়মে এসএসসি পরীক্ষা

বাসস

শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল বলেছেন, আগামী বছর ২০২৬ সালের সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষা

● ৭-এর পাতায় দেখুন

আইসিটি খাতে রপ্তানি আয় ২ বিলিয়ন ডলার

নিজস্ব প্রতিবেদক

আইসিটি খাত থেকে দেশের রপ্তানি আয় দুই বিলিয়ন (২০০ কোটি) ডলারে উন্নীত হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

● ৭-এর পাতায় দেখুন

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বাজার মনিটরিং শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক

'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়তে উদ্যোক্তা, কোম্পানিসহ ব্যক্তিকেও স্মার্ট হতে হবে। 'স্মার্ট আরজেএসসি'কে সফল করতে

● ৭-এর পাতায় দেখুন

নানা আয়োজনে বুদ্ধ পূর্ণিমা উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন

রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে মঙ্গল শোভাযাত্রাসহ দিনব্যাপী ধর্মীয় নানা আচার-অনুষ্ঠান, সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে বুধবার (২২ মে) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বুদ্ধপূর্ণিমা উদ্‌যাপন করেন। গৌতম বুদ্ধের জন্ম, বোধিজ্ঞান

● ৭-এর পাতায় দেখুন

মামলার জট কমাতে কাজ হচ্ছে

-প্রধান বিচাপতি

লালমনিরহাট প্রতিনিধি

প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান বলেছেন, মামলার জট কমাতে কাজ হচ্ছে। মানুষ এখন মুরগি ধান খাওয়ার মতো তুচ্ছ ঘটনায় মামলা করে। ছোট ঘটনাগুলো মীমাংসার মধ্য দিয়ে মামলার জট ও সময়ক্ষেপণ কমানো সম্ভব।

বুধবার (২২ মে) দুপুরে লালমনিরহাট আদালতে আইনি সহায়তা পেতে আসা মানুষদের জন্য 'ন্যায় কুঞ্জ' উদ্বোধন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

জেলা আইনজীবী সমিতির

● ৭-এর পাতায় দেখুন

১০তলা বঙ্গবাজার মার্কেটসহ ৪ প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

ঢাকায় কোনো বস্তি থাকবে না দিনমজুররাও ফ্ল্যাটে থাকবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ঢাকায় কোনো কাঁচা বস্তি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থাকবে না। সুন্দর পরিবেশে সবাই বসবাস করবে। সেই ব্যবস্থা করে দেবো। এই পদক্ষেপও আমরা নিয়েছি। মানুষের কল্যাণে কাজ করা, এটাই আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করি। পুড়ে যাওয়া বঙ্গবাজারের স্থানে ১০তলা বঙ্গবাজার পাইকারি মার্কেট, শাহবাগে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী শিশু উদ্যানের আধুনিকায়নসহ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের চারটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শনিবার (২৫ মে) সকালে এসব কথা বলেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য ফ্ল্যাট করে দিচ্ছি।

বস্তিবাসীদের জন্য ভাড়াভিত্তিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করে দিচ্ছি। যে বস্তিতে যেরকম ভাড়া সেরকম ভাড়াই দেবে। কিন্তু তারা ফ্ল্যাটে থাকবে। শুধু বড়লোকেরাই ফ্ল্যাটে থাকবে সেটা হতে পারে না, আমাদের রিকশাওয়ালা থেকে শুরু করে দিন মজুররাও ফ্ল্যাটে থাকবে। স্বল্প ভাড়া, কেউ যদি প্রতিদিন ভাড়া দিতে চায়, সেই ব্যবস্থা আছে। কেউ যদি সাত দিনের ভাড়া দিতে চায়, সে ব্যবস্থা আছে।

● ৭-এর পাতায় দেখুন

ইরানি প্রেসিডেন্ট রাইসির মৃত্যু

মুসলিম বিশ্বে তাঁর মতো নেতার প্রয়োজন ছিল

বিশেষ প্রতিবেদক

হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইরানের প্রেসিডেন্ট ড. সাঈদ ইব্রাহিম রাইসির মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান তার একটি অ্যাকাউন্টে আবেগ-ঘন পোস্টে লিখেছেন, 'আমি আমার এক ভাই হারালাম।' এছাড়া কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল-থানি, ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মাদ শিয়া আল-সুদানি, সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান, ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো, আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ প্রমুখ গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোকবার্তা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইরানের প্রেসিডেন্ট ড. সাঈদ ইব্রাহিম রাইসি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হোসেইন আমির আবদুল্লাহিয়ান ও তাদের সফরসঙ্গীদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোখবারকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেছেন, 'দুঃখের এই সময়ে, বাংলাদেশ সরকার ও আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি ইরানের সরকার ও ভ্রাতৃপ্রতিম দেশটির জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।'

রোববার (১৯ মে) আজারবাইজানের সীমান্তবর্তী এলাকায় দুই দেশের যৌথভাবে নির্মিত একটি বাঁধ উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি। ওই অনুষ্ঠানে আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভও ছিলেন। সেখান থেকে তিনটি হেলিকপ্টারের বহর নিয়ে ইরানের পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের রাজধানী তাবরিজে ফিরছিলেন রাইসি ও তাঁর সঙ্গে থাকা অন্য কর্মকর্তারা। পথে পূর্ব আজারবাইজানের জোলফা এলাকার কাছে দুর্গম পাহাড়ে প্রেসিডেন্টকে

● ৭-এর পাতায় দেখুন

শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় কবি নজরুলের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালিত

বাসস

যথাযথ মর্যাদায় শনিবার (২৫ মে) 'জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী' পালিত হয়। এ উপলক্ষ্যে দেয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কবি নজরুল তাঁর প্রত্যয়ী ও বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষকে মুক্তি সংগ্রামে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপ্ত করেছেন। নজরুল সাহিত্যের বিচিত্রমুখী সৃষ্টিশীলতা আমাদের জাতীয় জীবনে এখনও প্রাসঙ্গিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কবির সমাধিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং

● ৭-এর পাতায় দেখুন

সিলেটে নতুন কূপে গ্যাসের সন্ধান

সিলেট প্রতিনিধি

সিলেটের কৈলাসটিলার ৮ নম্বর অনুসন্ধান কূপে গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। কূপটির তিন হাজার ৫০০ মিটার খনন শেষে সম্প্রতি গ্যাসের সন্ধান পেয়েছে অনুসন্ধানকারী টিম। প্রাথমিকভাবে প্রতিদিন এ কূপ থেকে ২১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আগামী তিন মাসের মধ্যে এখান

● ৭-এর পাতায় দেখুন

মোংলা ও পায়রা বন্দরে ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত

ঘূর্ণিঝড় রিমাল

পটুয়াখালী, বাগেরহাট ও রামপাল প্রতিনিধি

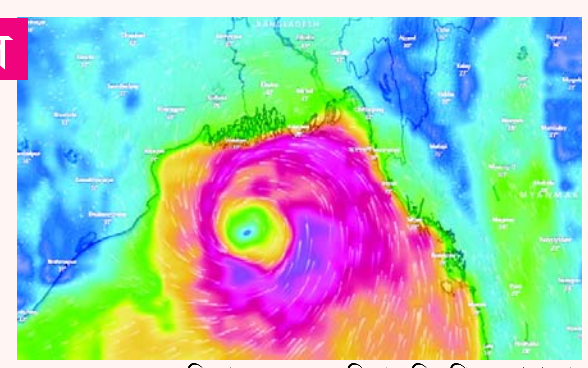

বাংলাদেশের উপকূলে ধেয়ে আসা ঘূর্ণিঝড় 'রিমাল' পটুয়াখালীর খেপুপাড়া দিয়ে স্থলভাগে আঘাত হানতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এটি গত শনিবার (২৫ মে) মধ্যরাতে পায়রা বন্দর থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরে ছিল বলে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ৯ নম্বর বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। ঘূর্ণিঝড়ের

● ৭-এর পাতায় দেখুন

কলকাতায় দেশের আসামিদের দেওয়া তথ্য যাচাই-বাছাই করবো: ডিবি প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদক

আনোয়ারুল আজীম আনার হত্যা

ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার হত্যার ঘটনা তদন্তে রোববার (২৬ মে) কলকাতায় পৌঁছেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) একটি দল। ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) মোহাম্মদ হারুন অর রশীদের নেতৃত্বে এই দলে রয়েছেন ওয়ারী বিভাগের ডিসি মো. আব্দুল আহাদ এবং এডিসি শাহীদুর রহমান। এদিকে কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পা রাখার পরই ভারত এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন

● ৭-এর পাতায় দেখুন

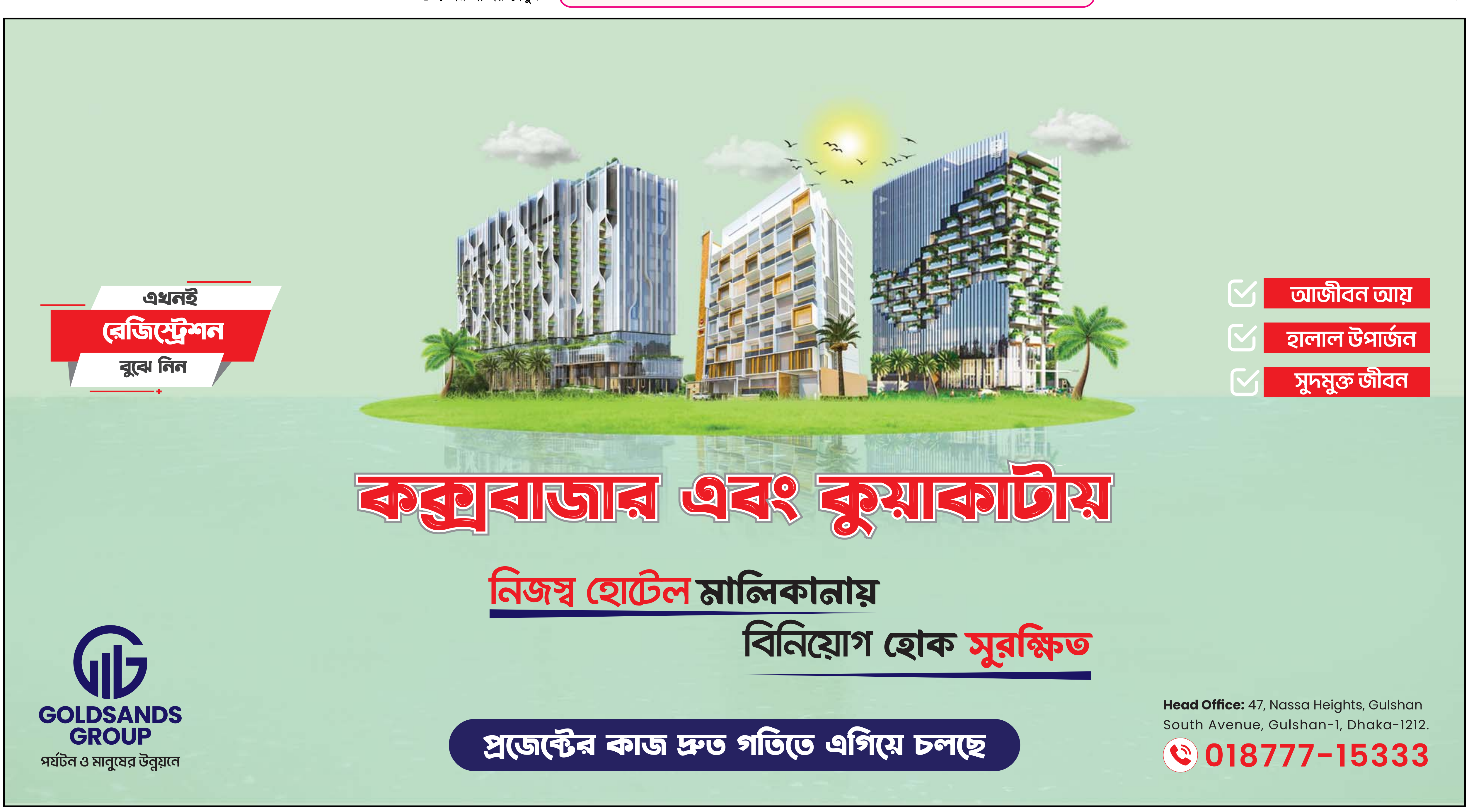

শেষের পাতা

সাপ্তাহিক সুপ্রভাত ঢাকা

সত্যের পথে, দেশের স্বার্থে

সোমবার ॥ ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বাংলা ॥ ২৭ মে ২০২৪

যুগপতের আগে মিত্ররা ব্যস্ত নিজ কর্মসূচিতে

বিশেষ প্রতিবেদক

বিএনপি নতুন নির্বাচন দাবিতে কর্মসূচি অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিলেও জাতীয় নির্বাচনের সাড়ে পাঁচ মাস পরও মাঠে গড়ায়নি যুগপতের কর্মসূচি। তবে কারাবন্দি নেতাকর্মীরা জামিনে মুক্ত হওয়া এবং আর্থিক খাতের দুরবস্থা, ডলার সংকট ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রেক্ষাপটে একদফার যুগপৎ আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিয়েছে বিএনপি। সেই আন্দোলনের কর্মকৌশল নির্ধারণ ও নতুন কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে গত ১২-১৬ মে পর্যন্ত যুগপৎ শরিকদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠকে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রস্তাব ও মতামত এখন পর্যালোচনা করছে বিএনপির হাইকমান্ড। এগুলোর সঙ্গে নিজেদের প্রস্তাবনা একীভূত করে আন্দোলনের রূপরেখা প্রণয়ন করবে বিএনপি। যার ভিত্তিতে ঈদুল আজহার পর মাঠে গড়াতে পারে যুগপৎ আন্দোলন।

তবে এখন পর্যন্ত নিজস্ব কর্মসূচিতে ব্যস্ত রয়েছে বিএনপির মিত্ররা। সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানোরও উদ্যোগ নিয়েছে দু-একটি দল ও জোট। যুগপৎ আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ জোট গণতন্ত্র মঞ্চ এখন বিভাগীয় প্রতিনিধি সভা করছে। ১২ দলীয় জোটও জনমত গঠনে রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলা শহরে কর্মসূচি পালন করছে। গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য বিভিন্ন ইস্যুতে রাজপথে সক্রিয় রয়েছে। জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটও শিগগিরই মাঠে সক্রিয় হবে। এ ছাড়া এলডিপি, গণঅধিকার পরিষদ (দুই অংশ), এবি পার্টি ও লেবার পার্টিও (দুই অংশ) মাঠে রয়েছে। নিজস্ব কর্মসূচিতে সক্রিয় রয়েছে যুগপতের বাইরে থাকা জামায়াতে ইসলামীও।

গত গণতন্ত্র মঞ্চের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সূত্র জানায়, সেখানে বিগত আন্দোলন-সংগ্রামে মঞ্চের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়। নেতাদের মূল্যায়ন, সরকারবিরোধী বিগত আন্দোলন ঘিরে দেশবাসীর কাছে গণতন্ত্র মঞ্চের একটা স্বকীয় অবস্থান তৈরি হয়েছে। চূড়ান্ত ধাপের আন্দোলনের সময়ও সাংগঠনিক সামর্থ্যের সর্বোচ্চটা দিয়ে তারা মাঠে সক্রিয় থেকেছেন। তাই আগামীতে যুগপৎ আন্দোলনের পাশাপাশি জোটের স্বকীয়তাও বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন নেতারা। সেই বিবেচনা থেকে গণতন্ত্র মঞ্চকে সাংগঠনিকভাবে আরও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত হয়। এর অংশ হিসেবে বিভাগীয় প্রতিনিধি সভা করছে মঞ্চ। গত ১০ মে রংপুরে বিভাগীয় প্রতিনিধি সভার মাধ্যমে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এরপর ১১ মে রাজশাহী, ১৯ মে চট্টগ্রাম এবং শুক্রবার বরিশাল বিভাগে প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সূত্র মতে, ঈদুল আজহার আগেই বিভাগীয় প্রতিনিধি সভা সম্পন্ন করবে গণতন্ত্র মঞ্চ। বিভাগীয়

● ৭-এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রামে পর্যটন মেলায় থাকছে ‘গোল্ডস্যান্ডস গ্রুপ’

স্টাফ রিপোর্টার

চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ১৪তম আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা-২০২৪। আগামী ৩০ ও ৩১ মে এবং ১ জুন চট্টগ্রামের জিইসি মোড়ে অবস্থিত হোটেল পেনিনসুলার ডালিয়া হলে তিন দিনব্যাপী এই ট্রাভেল মার্ট অনুষ্ঠিত হবে।

ট্রাভেল মার্টে ৭ ও ৮ নম্বর স্টলে থাকবে দেশের পর্যটন শিল্পে হোটেল নির্মাণে শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান ‘গোল্ডস্যান্ডস্ গ্রুপ’। প্রতিষ্ঠানটি মেলায় গ্রাহকদের জন্য আকর্ষণীয় সব সুযোগ-সুবিধা নিয়ে হাজির হচ্ছে। ‘গোল্ডস্যান্ডস্ গ্রুপে’র হোটেল এবং ল্যান্ড বিভাগ এ মেলায় ০৭ এবং ০৮ নম্বার স্টল নিয়ে অংশগ্রহণ করছে। এছাড়াও রাজউক অনুমোদিত আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন ল্যান্ড প্রজেক্টে থাকবে বিশেষ মূল্য ছাড়! মেলায় গ্রাহকদের জন্য ‘গোল্ডস্যান্ডস্ গ্রুপ’ দিচ্ছে বিনিয়োগের আকর্ষণীয় সুযোগ।

● ৭-এর পাতায় দেখুন

‘দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া’...

প্রকৃতির অপরূপ লীলাভূমি আমাদের এই বাংলাদেশ। এ দেশের সবুজ সমতল থেকে মনোরম পার্বত্য অঞ্চল, সাগর সৈকত আর গহিন অরণ্যসহ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে অজস্র পর্যটন কেন্দ্র। দেখা অদেখা নিজের দেশকে জানার চেষ্টা থেকেই এই লেখার অবতারণা।

নজরুল স্মৃতিধন্য ত্রিশাল

শ্যামল দত্ত

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম হলেও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে ছিল তাঁর নিবিড় যোগাযোগ। বিশেষ করে ময়মনসিংহের ত্রিশাল কবির স্মৃতিধন্য একটি এলাকা। ময়মনসিংহের কাজীর সিমলা গ্রামের কাজী রফিজউল্লাহ্ ছিলেন পুলিশের দারোগা। তিনি আসানসোলে রুটি-দোকানের কর্মী দুখু মিয়ার কণ্ঠে অপূর্ব সুর শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি কিশোর নজরুলের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাকে ময়মনসিংহে নিজের গ্রামে নিয়ে আসেন। তারপর ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে তাকে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন।

কবির স্মৃতিবিজড়িত দরিরামপুর হাইস্কুলই বর্তমানে নজরুল একাডেমি। এ স্কুলে কবি ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে লেখাপড়া করেছেন। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার খাতায় নজরুল লিখেছিলেন : আমি এক

● ৭-এর পাতায় দেখুন

মাথাপিছু আয় বেড়ে ২,৭৮৪ ডলার

নিজস্ব প্রতিবেদক

চলতি অর্থবছর শেষ হতে আর অল্প কিছুদিন বাকি আছে। এর আগেই চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি আগের অর্থবছরের তুলনায় কিছুটা বেড়ে ৫ দশমিক ৮২ শতাংশ হবে। আর দেশের মানুষের মাথাপিছু মাসিক আয় দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৭৮৪ মার্কিন ডলারে।

গত সোমবার (২০ মে) জিডিপি’র সাময়িক হিসাব প্রকাশ করে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)।

বিবিএস বলছে, চলতি অর্থবছর শেষ হতে আর অল্প কিছুদিন বাকি আছে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি আগের অর্থবছরের তুলনায় কিছুটা বেড়ে ৫ দশমিক ৮২ শতাংশে দাঁড়াবে,

● ৭-এর পাতায় দেখুন

উপজেলা নির্বাচন

ভয়াবহ বিপর্যয়ে জাপা

বিশেষ প্রতিবেদক

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের পর উপজেলা নির্বাচনেও ধরাশায়ী বিরোধী দল জাতীয় পার্টি (জাপা)। জনপ্রিয়তা হারানোর কারণে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থীও পাচ্ছে না জাপা। শেষ পর্যন্ত যারা অংশ নিচ্ছেন, তাদের সবাই পরাজিত হচ্ছেন।

● ৭-এর পাতায় দেখুন

মেনস্ পার্লার/সেলুনের জন্য কারিগর আবশ্যক

একটি মেনস্ পার্লার/সেলুনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে দক্ষ ২ জন কারিগর আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীদেরকে জীবন বৃত্তান্তসহ নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

রাইজ আপ মেনস্ পার্লার এন্ড সেলুন

২৪০/১, ওয়াপদা রোড, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

মোবাইল: ০১৯০৫৫৯৬৩০৪

০১৯৮৬৩৩৩৩৭২

বাবর আলী এবার জয় করলেন লোৎসে

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি

বিশ্বের চতুর্থ সর্বোচ্চ শৃঙ্গ লোৎসে জয় করলেন বাংলাদেশি বাবর আলী। গত মঙ্গলবার (২১ মে) বাংলাদেশ সময় ৬টা ৫ মিনিটে বাবর আলী লোৎসের চূড়ায় দাঁড়ান। বাবর আলীর লোৎসে জয়ের তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন অভিযানের সমন্বয়ক ফরহান জামান। তিনি বলেন, ভোরে বাবর আলী লোৎসে জয় করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে বাবর আলীই প্রথম ব্যক্তি যিনি একই অভিযানে দু’টি আট হাজার মিটার পর্বত সামিট করেছেন। উল্লেখ্য, লোৎসের উচ্চতা ২৭ হাজার ৯৪০ ফুট (৮ হাজার ৫১৬ মিটার)।

এর আগে গত রোববার (১৯ মে) বাংলাদেশ সময় সকাল পৌনে ৯টায় পঞ্চম বাংলাদেশি হিসেবে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায়

● ৭-এর পাতায় দেখুন

মাটি খুঁড়ে স্বর্ণের সন্ধান!

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

কথায় আছে, ‘বাংলাদেশের মাটি সোনার চেয়ে খাঁটি’। এবার এই কথার প্রমাণ মিললো ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈল উপজেলার কাতিহার আরবিবি ইট ভাটায়। সেখানে স্বর্ণের খোঁজে মাটি খুঁড়ছেন সহস্রাধিক মানুষ। গত বৃহস্পতিবার (২৩ মে) গভীর রাত থেকে বিভিন্ন বয়সের অসংখ্য মানুষ কোদাল, খুন্তি নিয়ে স্বর্ণের খোঁজে মাটি খনন করতে শুরু করেছে। ওই ইট ভাটায় ভাগ্য বদলের আশায় দিন-রাত চলছে যেন মাটি খনন প্রতিযোগিতা।

স্থানীয়রা বলছেন, ওই ভাটার মাটির স্তুপের ভেতর থেকে কয়েকজন সোনা পেয়েছে। কিন্তু কে সোনা পেয়েছে এ কথা কেউ বলছে না। রাণীশংকৈল উপজেলার বাচোর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য উমের আলী বলেছেন, এখন পর্যন্ত স্বর্ণ কেউ পেয়েছে এরকম

● ৭-এর পাতায় দেখুন

সাফল্যের পাল্লায় যুক্ত হলো নতুন পালক

কমলাপুরে দৃশ্যমান মেট্রোর সবশেষ স্টেশন

রিদয় বখতিয়ার

উত্তরা থেকে মতিঝিল, এবার কমলাপুরের পালা। সাফল্যের পাল্লায় ক্রমেই যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন পালক। সেই সাফল্যের পথ এগিয়ে নিতে এখন পুরোদমে কাজ চলছে। মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত প্রায় সবগুলো পাইলের কাজ শেষ হয়েছে। চলছে পাইল ক্যাপ বসানোর কাজ। যার ওপরে তৈরি হবে মেট্রোরেল চলাচলের পথ। আগামী বছরের জুন থেকে পরীক্ষামূলক রেল চলাচল শুরু হবে এই পথে। আর যাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে একই বছরের ডিসেম্বরে।

কমলাপুরে মেট্রোরেলের এমআরটি লাইন-৬ এর সবশেষ স্টেশন এখন দৃশ্যমান। মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত পথের ৪০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। ২০২৫ সালের জুনের মধ্যে এই পথে মেট্রোরেল চলাচল করতে পারবে বলে আশা প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের। তবে কাজের অগ্রগতি বলছে, পুরোদমে চলাচল শুরু হবে আগামী বছরের ডিসেম্বরে।

এরই মধ্যে মতিঝিল থেকে ভায়াডাক্ট এগিয়েছে কমলাপুরের দিকে। শাপলা চত্বর থেকে সেনাকল্যাণ ভবনের সামনে থেকে একেকটি পিলার জানান দিচ্ছে কাজের অগ্রগতি।

এরই মধ্যে কমলাপু অংশের ৪০ শতাংশের কাজ শেষ হয়েছে। দৃশ্যমান হচ্ছে এমআরটি লাইন-৬ এর সবশেষ স্টেশন। চলছে কনকোর্স বা যাত্রী ওঠানামা এর টিকিট কাউন্টার ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। চলতি বছর জুলাইয়ের মধ্যেই এই কনকোর্স নির্মাণের কাজ শেষ হবে। বর্ধিতাংশ চালু হলে উত্তরা থেকে কমলাপুর যেতে সময় লাগবে মাত্র ৪২ মিনিট। এ বিষয়ে জানতে চাইলে এমআরটি-৬ এর ডেপুটি প্রজেক্ট ম্যানেজার মাহফুজুর রহমান বলেন, স্টেশন ভবনের যতগুলো

● ৭-এর পাতায় দেখুন

জেলা ও উপজেলা প্রতিনিধি প্রয়োজন

সাপ্তাহিক সুপ্রভাত ঢাকা

সত্যের পথে, দেশের স্বার্থে

*সাপ্তাহিক সুপ্রভাত ঢাকা*র জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিনিধি প্রয়োজন। আগ্রহীরা ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র ও জীবন-বৃত্তান্তসহ আবেদন করুন। স্থানীয় প্রেস ক্লাবের সদস্যপদ থাকা বাঞ্ছনীয়।

ফোন : ০১৯০৫৫৯৬৩০৪

GS NEWS bd.com

দেশের উন্নয়নে মানুষের কল্যাণে

জিএস নিউজ দেখুন

সময়ের সাথে থাকুন

জিএস নিউজ বিডি.কম দেখার লিংক

https://gsnewsbd.com/

পরিকল্পিত নগরীতে স্বপ্নের আবাসন

আমিন সিটি, পূর্বাচল

প্লট সাইজ

৩ কাঠা ৫ কাঠা ৬ কাঠা ১০ কাঠা

প্রজেক্ট দেখে এখনই আপনার পছন্দের প্লট বুকিং দিন

গোল্ড সিটি মাওয়া আবাসন প্রকল্প

স্মার্ট আধুনিক পরিকল্পিত নগরী

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে শ্রীনগর সংলগ্ন

প্রস্তাবিত

01701-216500

www.ocdl.com

OCDL ONE CITY DEVELOPERS LTD.

Head Office: Nafi Tower, 53 Gulshan South Avenue, Gulshan-1, Dhaka-1212.

উপদেষ্টা: **বীর মুক্তিযোদ্ধা তাপস সরকার,** উপদেষ্টা সম্পাদক: **দিলদার হোসেন,** সম্পাদক: **শ্যামল দত্ত,** নির্বাহী সম্পাদক: **এস এম হোসেন বাবলা।** প্রকাশক: **মো. মাসুদ আলম** কর্তৃক রশিদ প্রিন্টিং প্রেস, ২৮/বি, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৪৭ নাসা হাইটস, গুলশান সাউথ এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মোবাইল: +৮৮০১৯০৫-৫৯৬৩০০, **ই-মেইল:** info@shuprobhatdhaka.com, gsnews.country@gmail.com **ওয়েবসাইট:** https://shuprobhatdhaka.com

কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীসের আলোকে হজ্ব ও উমরার গুরুত্ব ও ফযীলত

মুফতি খান মুহাম্মাদ আরিফ

(পর্ব-৩)

৯. তালবিয়া পাঠ ও উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠের ফযীলত

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. হতে বর্ণিত-

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন হজ্ব সর্বোত্তম? তিনি বললেন, যে হজ্বে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা হয় এবং কুরবানী করা হয়। -সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৮২৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ২৯২৪; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২৬৩১; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস : ১৬৯৭; সুনানে দারিমী, হাদীস : ৮১৫১; মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ৭১; মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস : ১১৭

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

যে কোনো মুসলমান তালবিয়া পাঠ করল, তার তালবিয়া পাঠের অনুসরণে তার ডান ও বামের বৃক্ষরাজি সবকিছুই তার সাথে তালবিয়া পাঠ করে, যতক্ষণ না যমীন তার এদিক তথা ডান ও বাম পার্শ্ব হতে ধ্বংস হয়ে যায়। -সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৮২৮; সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৯২১; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২৬৩৪; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস : ১৬৯৮; সুনানে কুবরা, বাইহাকী, ৫/৪৩

হযরত খাল্লাদ ইবনে যায়েদ, তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

আমার নিকট জিব্রীল আ. আগমন করে এ মর্মে আদেশ করেছেন, আমি যেন আমার সাহাবীদের হুকুম করি যে, তারা তালবিয়া পাঠ করার সময় যেন উচ্চস্বরে পাঠ করে। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস : ১৬৫৫৭; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৮২৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ২৯২২; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২৬২৫; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৮০২; তবারানী, হাদীস : ৫১৭৩; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস : ১৬৯৪

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

জিব্রীল আমাকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠের আদেশ করেছেন। কেননা তা হজ্বের নিদর্শন। -মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৮৩১৪; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২৬৩০

হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

জিব্রীল আ. এসে আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার সাহাবীদের হুকুম করেন, তারা যেন তালবিয়া পাঠ করার সময় উচ্চস্বরে পাঠ করে। কেননা তা হজ্বের নিদর্শন। -মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২১৬৭৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ২৯২৩; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২৬২৮; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৮০৩; তবারানী কাবীর, হাদীস : ৫১৭০; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস : ১৬৯৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

যে কোনো ব্যক্তি তালবিয়া পাঠ করলেই তাকে সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং যে কোনো ব্যক্তি তাকবীর বললেই তাকে সুসংবাদ দেওয়া হয়। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতের (সুসংবাদ দেওয়া হয়)? তিনি বললেন, হ্যাঁ।-তবারানী আউসাত, হাদীস :৭৯৪৩; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস : ৫৩৭১

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো ব্যক্তি তালবিয়া পাঠ করে, সে দিনই (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়।-শুয়াবুল ঈমান বায়হাকী, হাদীস : ৪০২৯

১০. বাইতুল্লাহ তাওয়াফের ফযীলত

হযরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি-

যে ব্যক্তি যথাযথভাবে সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে এবং দুই রাকাত সালাত আদায় করে তার একটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব হয়। তাওয়াফের প্রতি কদমে আল্লাহ তার একটি করে গুনাহ মাফ করেন, একটি করে নেকী লেখেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। -মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৪৪৬২; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৯৫৯; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২৭৫৩; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস : ১৮৪২; মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস : ৫৬৮৮; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস : ১২৮০৬

হযরত মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

যে ব্যক্তি সাতবার বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে, তাতে কোনো ধরনের অনর্থক কাজ করবে না, তবে তার একটি গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ সওয়াব হবে। -মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস : ১২৮০৭; তবারানী, হাদীস : ৮৪৫; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস : ৫৫০৪

হযরত ইবনে আববাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

আল্লাহ তাআলা বায়তুল্লাহর হজ্বকারীদের উপর প্রতিদিন একশত বিশটি রহমত নাযিল করেন, তার ষাটটি তাওয়াফকারীদের জন্য, চল্লিশটি মুসল্লীদের জন্য এবং বিশটি দর্শকদের জন্য।-শুয়াবুল ঈমান বায়হাকী, হাদীস : ৪০৫১; তারগীব ১৭৮৬

১১. হাজরে আসওয়াদ ও রূকনে ইয়ামানী স্পর্শ করার ফযীলত

হযরত ইবনে ওমর রা. বর্ণনা করেন-

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, হাজরে আসওয়াদ ও রূকনে ইয়ামানীর স্পর্শ পাপসমূহকে মুছে দেয়।-সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৯৫৯; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৫৭০১; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২৭২৯; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস : ১৮৪২

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

অবশ্যই আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন হাজরে আসওয়াদকে উঠাবেন। তার দুটি চোখ থাকবে, যা দিয়ে সে দেখতে পাবে। একটি জিহবা বা মুখ থাকবে, যা দিয়ে সে কথা বলবে এবং যারা তাকে যথার্থভাবে স্পর্শ করেছে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। -সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৯৬১; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৫; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৭০৪; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২৭২৫; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ২৯৪৪; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ১৭২৩

হযরত ইবনে আববাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাজরে আসওয়াদ হল জান্নাতের পাথর, তা দুধের চাইতেও বেশি সাদা ছিল, কিন্তু আদমসন্তানের গুনাহ একে কালো করে দিয়েছে। -সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৮৭৭; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২৭৩০; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৯২৫

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, হাজরে আসওয়াদ বরফের চাইতেও সাদা ছিল, কিন্তু শিরকপন্থীদের পাপ তাকে কালো বানিয়ে ফেলেছে। -মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৭৯৫; শুয়াবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস : ৪০৩৪

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি-

হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবারাহীম জান্নাতের দুটি ইয়াকুত পাথর। এ দুটির জ্যোতি আল্লাহ তাআলা নিস্প্রভ করে দিয়েছেন। তিনি যদি এ দুটির জ্যোতি নিস্প্রভ না করতেন, তাহলে তা পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে যা কিছু আছে সব আলোকিত করে দিতো। -মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭০০০; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৭১০; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৮৭৮; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২৭৩২; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ১৭০২

''ইয়াওমে আরাফার ফযীলত''

হযরত অব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সাললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

আরাফার অধিবাসীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করেন এবং তাদেরকে বলেন, তোমরা আমার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখ, তারা এলোমেলো চুলে, ধূলোমলিন অবস্থায় আমার কাছে এসেছে। -মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭০৮৯; তাবরানী, হাদীস : ৫৭৫; মাযমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস : ৫৫৪৬

অনুরূপ হাদীস হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত হয়েছে, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস : ৮০৪৭; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস : ১৭৫১; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২৮৩৯; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৮৫২

উম্মাহাতুল মুমিনিন হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাললাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

আরাফার দিন অপেক্ষা এমন কোনো দিন নেই যেদিন আল্লাহ তাআলা অত্যাধিক পরিণামাণে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন এবং তিনি নিকটবর্তী হন। আর ফেরেশতাদের নিকট তাদেরকে নিয়ে গর্ব করে বলেন, এরা কি চায়?-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৩৪৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ৩০১৪; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৯২৬; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ৬/২৫১।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বের সকল হাজী সাহেবকে হজ্বে মাবরূর করার তৌফিক দান করুন

এবং আমরা যারা বায়তুল্লাহ জিয়ারতে যাওয়ার তৌফিক দান করেন-আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন। *(চলবে)*

লেখক: ইসলামিক কলামিস্ট, গোল্ডস্যান্ডস গ্রুপ

এ সময়ের কৃষি

আলু চাষের সুখবর

আলু বিশ্বের অন্যতম প্রধান ফসল। উৎপাদনের দিক থেকে ধান, গম ও ভুট্টার পরেই চতুর্থ স্থানে আছে আলু। বাংলাদেশে আলু একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। ফলন বাড়লে উৎপাদন খরচ কমে আসবে।

আলুর জাত নির্বাচন

ভালো জাতের আলুর চাষ করলে একদিকে চাষি আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে আবার অন্যদিকে ফলনও আশানুরূপ পাওয়া যায়। তাই জাত নির্বাচন অবশ্যই গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে। বাংলাদেশে যেসব জাতের আলুর চাষ হয়ে থাকে তা হলো দেশি জাত এবং উচ্চফলনশীল উন্নত জাত।

দেশি জাত

ফলন কম হলেও দেশি জাতের বৈশিষ্ট্য হলো দীর্ঘদিন ঘরে রেখে খাওয়া যায়। দেশি জাতের আলু ছোট ও ওজন ৫ থেকে ৪৮ গ্রাম। দেশি জাতসমূহের মধ্যে আউশা, চল্লিশা, দোহাজারী লাল, ফেইন্তাশীল, হাসরাই, লাল পাকরী, লালশীল, পাটনাই, সাদা গুটি শীল বিলাতী ও সূর্যমূখী।

উচ্চফলনশীল

১৯৬০ সাল থেকে এ পর্যন্ত যেসব উন্নত জাতের আলুর চাষ হচ্ছে তার মধ্যে হিরা, আইলসা, পেট্রোনিস, মুল্টা, ডায়ামন্ট, কার্ডিনাল, মন্ডিয়াল, কুফরী সিন্দুরী, চমক, ধীরা, গ্রানোলা, ক্লিওপেট্রা ও চিনেলা জাতটি সবচেয়ে বেশি চাষ হয়েছে। বারি টিপিক্রস-১ এবং বারি টিপিক্রস-২ নামে ২টি হাইব্রিড জাতের আলু বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা থেকে উদ্ভাবিত কিছু জাত রয়েছে, এগুলো সবই উচ্চফলনশীল জাত।

উৎপাদন পদ্ধতি ও মাটি নির্বাচন

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ করলে একদিকে যেমন কৃষক লাভবান হবে অন্যদিকে ফলনও বাড়বে। আলু চাষের জন্য বেলে দো-আঁশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী। বাংলাদেশে সাধারণত নভেম্বর মাসের আগে আলু লাগানো যায় না, কারণ তার আগে জমি তৈরি সম্ভব হয় না।

বীজ শোধন

যদি সম্ভব হয় আলু বীজকে মারকিউরিক ক্লোরাইড এক গ্রাম নিয়ে ২ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১-২ ঘণ্টা ডুবিয়ে নিলে ভালো হয়। আবার বোরিক এসিডের ০.৫% দ্রবণে আলু বীজ ১৫-৩০ মিনিট ডুবিয়ে রাখলেও ভালো ফল পাওয়া যায়। কাটা বীজ বা গজানো বীজ শোধন করা যাবে না।

সারের পরিমাণ

সাধারণ কৃষকের জন্য আলু চাষে নিম্নোক্ত হারে সার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

ইউরিয়া	- ২২০-২৫০ কেজি/হেক্টর
টিএসপি	- ১২০-১৫০ কেজি/হেক্টর
এমওপি	- ২২০-২৫০ কেজি/হেক্টর
জিপসাম	- ১০০-১২০ কেজি/হেক্টর
জিংক সালফেট	- ৮-১০ কেজি/হেক্টর
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	- ৮০-১০০ কেজি/হেক্টর

জমিতে যদি সবুজ সার প্রয়োগ করা হয় তাহলে গোবরের প্রয়োজন নেই।

পরিচর্যা

আলু লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পর গোড়ায় মাটি দেয়া দরকার এবং সেই সাথে আগাছা দমন করতে হবে।

রোগের প্রতিকার

আলু মাঠে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন রোগ দেখা যায়। এর মধ্যে আলুর মড়ক রোগ, আলুর আগাম রোগ যা পাতা পোড়ানো বা কুঁচকে যাওয়ার মতো দেখায়, কাণ্ড ও আলু পচা রোগ, ঢলে পড়া ও বাদামি পচন রোগ, আলুর দাঁদ রোগ, আলুর মোজাইক রোগ, আলুর শুকনো পচা রোগ, আলুর নরম পচা রোগ অন্যতম।

ফসল সংগ্রহ

আলু পরিণত হলে আলু গাছের কাণ্ড হেলে পড়ে এবং নিচের দিকের পাতা হলুদ হতে থাকে। আলু সংরক্ষণ করতে হলে অবশ্যই পরিপক্বতা লাভ করার পর ফসল সংগ্রহ করতে হবে। উচ্চফলনশীল জাতে ৮০-১০০ দিন লাগে পরিপক্বতা আসতে। দেশি জাতে সময় আরো বেশি লাগে। বাংলাদেশে উচ্চফলনশীল জাতের হেক্টরপ্রতি ফলন ১৩-১৪ টন এবং দেশি জাতে ৭-৮ টন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করলে উচ্চফলনশীল জাতে ২০ টনের অধিক ফলন পাওয়া সম্ভব। *(কৃষি তথ্য সার্ভিস)*

আন্তর্জাতিক

ইসরায়েলকে রাফাতে হামলা বন্ধের নির্দেশ আন্তর্জাতিক আদালতের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

ফিলিস্তিনের রাফাতে দখলদার ইসরায়েলের চলমান হামলা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে)। শুক্রবার (২৪ মে) হেগ ভিত্তিক জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালত ইসরায়েলকে এ নির্দেশ দেন।

রায়ে আইসিজের প্রধান বিচারপতি নওয়াফ সালাম বলেন, 'রাফাতে তাৎক্ষণিকভাবে ইসরায়েলের যে কোনো হামলা বন্ধ করতে হবে। যে হামলায় গাজার ফিলিস্তিনি ও তাদের অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।'

রাফাতে ইসরায়েলের হামলা বন্ধের দাবি নিয়ে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের দারস্থ হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। দেশটি দাবি করে, গাজায় ইসরায়েল গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েল। এ কারণে সেখানে হামলা বন্ধ করতে হবে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, আজ আন্তর্জাতিক বিচার আদালত যে নির্দেশ দিয়েছেড় সেটি দেওয়া হয়েছে মূলত যেন গাজার সাধারণ মানুষের অবস্থার আর অবনতি না ঘটে।

এছাড়া জাতিসংঘের সর্বোচ্চ এ আদালত এবারই প্রথমবারের মতো দখলদার ইসরায়েলকে এমন নির্দেশ দিয়েছে; যেটির মাধ্যমে তাদের সামরিক পরিকল্পনায় বড় পরিবর্তন আনতে হবে।

আগামী এক মাসের মধ্যে নতুন নির্দেশনা কার্যকর সম্পর্কে অবহিত করতে ইসরায়েলকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ রাফা ক্রসিং খুলে দিতেও ইহুদিবাদী ইসরায়েলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালতের প্রধান বিচারক বলেছেন, রাফা থেকে ৮ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। ইসরায়েল এসব মানুষকে নিরাপত্তা ও মানবিক সহায়তা দিচ্ছেড় এমন দাবি তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি জানিয়েছেন, ইসরায়েলের এ দাবির কোনো প্রমাণই তারা পাননি।

আর এ কারণেই বিচারকরা এমন কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া যে বিষয়টি সবাইকে অবাক করেছে সেটি হলো, বিচারক নির্দেশ দিয়েছেন গাজায় গণহত্যার চিহ্ন যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে না যায় সেটি নিশ্চিতে যেন জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের সেখানে অবস্থান করতে দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের দেওয়া এই রায় এখন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করা হবে। সেখানে যদি সব দেশ এতে সম্মত হয় তাহলে এটি কার্যকর হবে। ধারণা করা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র এই রায়ে ভেটো দেবে।

(সূত্রঃ আলজাজিরা, বিবিসি)

যুক্তরাজ্যে জাতীয় নির্বাচন ৪ জুলাই

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

আগামী ৪ জুলাই যুক্তরাজ্যে জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। বুধবার (২২ মে) এক বিবৃতিতে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণায় তিনি বলেন, এখন ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ বেছে নেওয়ার সময় এসেছে।

১০ নম্বর ডাউনিং ডাউনিং স্ট্রিটের বাইরে এক বিবৃতিতে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংসদ ভেঙে দেওয়ার অনুরোধ জানাতে রাজার সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, রাজা অনুরোধ মঞ্জুর করেছেন। আগামী ৪ জুলাই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিস্ময়কর এই ঘোষণাটি এমন এক সময়ে দেওয়া হলো, যখন লেবার পার্টি প্রায় ২০ পয়েন্টে এগিয়ে আছে।

জাতির উদ্দেশে এক সমাবেশে ঋষি সুনাক বলেন, ব্রিটেনের ভিত্তিকে আরও বেশি নিরাপদ ও ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে আপনি কাকে এবং কীভাবে বিশ্বাস করবেন?

ক্ষমতাসীন দল কনজারভেটিভ পার্টি ২০১০ সাল থেকে টানা তিনবার ক্ষমতায় আছে। এই সময়ে দলটি অন্তত পাঁচবার প্রধানমন্ত্রী পদে পরিবর্তন এনেছে। কিন্তু দেশটির অর্থনীতি নড়বড়েই থেকে গেছে। মুদ্রাস্ফীতির কারণে দ্রব্যমূল্য, জ্বালানি মূল্য ও সুদহার বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় আকাশচুম্বী। এমতাবস্থায় ২ মে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ব্যাপক ভরাডুবি হয় ঋষি সুনাকের কনজারভেটিভ পার্টির।

এদিকে, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ের পর সরকারের প্রতি আগাম জাতীয় নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসছিল লেবার পার্টি।

দুই যুগ পর জার্মানি গেলেন ফ্রান্সের কোনও প্রেসিডেন্ট

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

তিনদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে জার্মানি গেলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। প্রায় দুই যুগ পর, ফ্রান্সের কোনও প্রেসিডেন্ট জার্মানি সফরে গেলেন। রবিবার (২৬ মে) তিনি বার্লিন পৌঁছান। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা বিবিসি এ খবর জানিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংসদীয় নির্বাচনের আগে দ্বিপাক্ষিক মন্ত্রিসভার বৈঠকে অংশ নিতেই ম্যাক্রোঁর এই সফর। বার্লিনে স্ত্রী ব্রিজিতকে সাথে নিয়েই তিনি নগরীর মেয়র কাই ওয়েগনারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর তিনি জার্মানির প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক-ওয়াল্টার স্টেইনমায়ারের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

সোমবার তিনি ড্রেসডেনের দিকে যাবেন। সেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পশ্চিমা মিত্রদের দ্বারা ধ্বংস হয়ে যাওয়া ফ্রয়েনকির্চের সামনে তিনি বক্তৃতা দেবেন। মঙ্গলবার যাবেন মুয়েনস্টারে।

তবে তার সফরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ঘটবে মঙ্গলবার। বার্লিনের বাইরে মেসেবার্গে এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠক হবে। ইইউ মন্ত্রিসভার বৈঠক বসবে আগামী ৬ থেকে ৯ জুন। নির্বাচনে আগামী পাঁচ বছরের জন্য ইইউ এজেন্ডায় সাধারণ ভিত্তি খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে দুই দেশ।

ম্যাক্রোঁ এবং জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ স্কোলজের নেতৃত্বের ধরন একেবারেই আলাদা এবং তারা ২০২১ সালের শেষের দিকে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে প্রতিরক্ষা থেকে শুরু করে পারমাণবিক শক্তি ইস্যুতেও প্রকাশ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। তবে, তারা আর্থিক সংস্কার থেকে ক্ষমতায় পরিবর্তন পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছেছে

ইউরেশিয়া গ্রুপ থিংক ট্যাংকের ইউরোপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুজতবা রহমান বলেছেন, সফরটি সর্বোচ্চ রাজনৈতিক স্তরে প্রমাণ করার একটি প্রচেষ্টা যে দুই দেশের সম্পর্কটি কাজ করছে। কিন্তু ইইউতে যে প্রধান প্রশ্নগুলি উঁকি দিচ্ছে তার মৌলিক ফাঁক এখনও রয়েছে।

পারমাণবিক অস্ত্রে সমৃদ্ধ ফ্রান্স প্রতিরক্ষা বিষয়ে আরও স্বনির্ভর ইউরোপের জন্য চাপ দিয়েছে। আর জার্মানি এখনও মার্কিন সামরিক সহায়তার অন্তর্ভুক্ত থাকার পক্ষে।

মোদিকে মনোচিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পরামর্শ রাহুলের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

আবারও নিজেকে ঈশ্বরের দূত বলে উল্লেখ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার (২৪ মে) এনডিটিভিকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে এমন দাবি করেন তিনি। আর তার এই মন্তব্য নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছেন বিরোধী কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। মোদিকে মনোচিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। ভারতের সংবাদমাধ্যম এই সময় এ খবর জানিয়েছে।

দিল্লীর এক নির্বাচনী জনসভায় রাহুল আরও বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী বলছেন তিনি নাকি জৈবিকভাবে জন্মগ্রহণ করেননি। দেশের সমস্ত মানুষ জৈবিকভাবে জন্মেছেন। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের দূত। একটি মিশনের জন্য নাকি পরমাত্মা তাকে পাঠিয়েছেন। জনসভার মঞ্চে হেসে রাহুলের কটাক্ষ, যদি কেউ আপনার কাছে এসে এমনটা বলেন, আপনি তো তাকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছেই পাঠাবেন।

এনডিটিভিকে দেওয়া সাক্ষাতকারে নরেন্দ্র মোদি বলেন, অনেকেই হয়তো আমায় পাগল বলবেন। কিন্তু আমি নিশ্চিত, পরমাত্মা আমায় একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পাঠিয়েছেন। সেই উদ্দেশ্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবেন বলেও জানান তিনি। আর সেকারণেই আমি পুরোপুরি ঈশ্বরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছি বলেও দাবি করেছেন মোদি। তবে তিনি সরাসরি ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন না বলে আক্ষেপও করেছেন। দুইদিন আগে বারাণসীতেও এক সাক্ষাতকারে মোদি দাবি করেছিলেন, তার জন্ম জৈবিকভাবে হয়নি। তিনি ঈশ্বরের পাঠানো দূত। কাজের অফুরন্ত প্রাণশক্তি কোথা থেকে পান? এমন প্রশ্নের জবাবে এই উত্তর দিয়েছিলেন মোদি। বারাণসী কেন্দ্র থেকে এ বছরও লোকসভার লড়াইয়ে রয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। আগামী ১ জুন সপ্তম বা শেষ দফায় ভোট হবে বারাণসী কেন্দ্রেও। ফলাফল ঘোষণা করা হবে ৪ জুন।

নানা আয়োজনে বুদ্ধ পূর্ণিমা

প্রথম পাতার পর

ও মহাপরিনির্বাণ (মৃত্যু) লাভ-এ তিন ঘটনার স্মরণে বৌদ্ধ সম্প্রদায় দিনটি উদ্‌যাপন করে। এদিন নানা কর্মসূচির মধ্যে ছিল প্রভাতফেরি, বুদ্ধপূজা ও সংঘদান এবং বিশেষ ধর্মীয় আলোচনা সভা। এছাড়া বিশ্ব শান্তি কামনায় প্রদীপ প্রজ্বালন ও সমবেত প্রার্থনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজধানীতে বুদ্ধ পূর্ণিমার মূল আয়োজন ছিল সবুজবাগের ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারে। এছাড়া মেরুল বাড্ডার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারেও ছিল দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা। ঢাকার বাইরে দেশের অন্যান্য স্থানেও মঙ্গল শোভাযাত্রাসহ দিনব্যাপী ধর্মীয় নানা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি পালিত হয়।

বঙ্গভবনে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বুধবার বিকালে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বঙ্গভবনে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই আয়োজনে ধর্মমন্ত্রী মো. ফরিদুল হক খান, পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরাসহ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আট শতাধিক আমন্ত্রিত ব্যক্তি অংশ নেন। রাষ্ট্রপতি ও তাঁর স্ত্রী ডা. রেবেকা সুলতানা বৌদ্ধ নেতাদের শুভেচ্ছা জানান। বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতারাও বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতিকে ফুলের তোড়া উপহার দেন। এ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করার জন্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান।

গণভবনে কুশল বিনিময়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশ বিশ্বে ধর্মীয় সম্প্রীতির একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তিনি বলেন, 'আমরা চাই আমাদের দেশ এগিয়ে যাক। বাংলাদেশ সব সময় সকল ধর্মের মানুষকে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। প্রধানমন্ত্রী শনিবার (২৫ মে) বিকেলে তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে দেশের ধর্মীয় নেতা ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কুশল বিনিময়কালে এ কথা বলেন। নেপালের লুম্বিনি ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্টের সঙ্গে সরকারের একটি চুক্তি রয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা বাংলাদেশের পক্ষে সেখানে একটি বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করবেন। কারণ আমরা গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থানে বাংলাদেশের একটি প্রতীক রাখতে চাই। উল্লেখ্য, লুম্বিনি গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান, ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্থাপনাগুলোর মধ্যে একটি। ধর্মমন্ত্রী ফরিদুল হল খান, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা,ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. এ হামিদ জমাদ্দার, প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, একুশে পদক বিজয়ী অধ্যাপক ড. জিনবোধি ভিক্ষু, ভদন্ত শিলভদ্রা ভিক্ষু এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্ত ভূষণ বড়ুয়া প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

আগামী বছর নতুন নিয়মে এসএসসি

প্রথম পাতার পর

নতুন নিয়মে হবে। তিনি বলেন, নতুন কারিকুলামে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত এলে তা প্রকাশ করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী শুক্রবার (২৪ মে) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের 'যোগাযোগ উৎসব' অনুষ্ঠানে একথা বলেন। শিক্ষার সঙ্গে শিল্প ও অর্থনীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে তরুণদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাজনৈতিক অঙ্গীকার থেকে বলছি, উন্নয়ন হয়েছে দৃশ্যমান, এবার হবে কর্মসংস্থান। এডুকেশনের সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রি ও ইকোনমির মাধ্যমে আমরা এমপ্লয়মেন্টের দিকে যাব। তিনি আরো বলেন, লাইব্রেরি শুধু সিভিল সার্ভিসের চাকরির প্রস্তুতির জায়গা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যের বাইরেও গবেষণাধর্মী থেকে শুরু করে অনেক কিছুরই জ্ঞান আহরণ ও চর্চার জায়গা। সেই মানসিকতার জায়গা তৈরি হতে হবে।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. শামসুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মীর মাসরুর জামান রনি, আজকের পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক গোলাম রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আনোয়ারুল-উল আলম চৌধুরী (পারভেজ) এবং মহাসচিব মোল্লা মো. আবু কাওছার, সাংবাদিক সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা বক্তৃতা করেন।

আইসিটি খাতে রপ্তানি আয়

প্রথম পাতার পর

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (২৩ মে) ইউরোপের সবচেয়ে বড় স্টার্টআপ এবং প্রযুক্তি ইভেন্টে ভিভাটেক নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা জানান।

পলক বলেন, ১৫ বছরে ১৩০ মিলিয়ন (১৩ কোটি) ব্যবহারকারীকে ইন্টারনেট অ্যাকসেস দিতে সক্ষম হয়েছি আমরা। আইসিটি খাতে রপ্তানি আয় ২৬ মিলিয়ন (২ দশমিক ৬ কোটি) ডলার থেকে ২ বিলিয়ন (২০০ কোটি) ডলারে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৭ লাখ সক্রিয় আইটি ফ্রিল্যান্সার রয়েছেন, যারা বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কাজ করছেন। দেশের প্রায় ২ হাজার ৫০০টি সরকারি পরিষেবা ডিজিটালাইজ ও ৫২ হাজার ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রায় আড়াই হাজার স্টার্টআপ রয়েছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, যা আইসিটি সেক্টরে ১ দশমিক ৫ মিলিয়ন (১৫ লাখ) চাকরির সুযোগ তৈরি করে। উদ্ভাবন ও স্টার্টআপদের জন্য নিবেদিত ভিভাটেক-২০২৪-এ প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে বাংলাদেশের ১২টি স্টার্টআপ বিভিন্ন উদীয়মান প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে। আমরা এআই, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, মাইক্রোচিপ ডিজাইন এবং সাইবার নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন ফ্রন্টিয়ার প্রযুক্তির সঙ্গে আমাদের স্টার্টআপগুলোকে যুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করছি।

পলক বলেন, ১৫ বছর আগে বাংলাদেশে কোনো ধরনের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম ছিল না। সেখান থেকে আমরা আমাদের তরুণ উদ্ভাবক এবং উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী সমাধান নিয়ে আসতে উৎসাহিত করেছি। এছাড়া স্টার্টআপ ক্যাম্পেইন ও এক্সিলারেটর প্রোগ্রাম চালুসহ স্টার্টআপগুলোকে সহজতর করার জন্য স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করেছি। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের স্কুল ও কলেজে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব এবং স্কুল অব ফিউচার স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে দেশের তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা হচ্ছে। এ সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'ভিশন ২০৪১: স্মার্ট বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বাজার মনিটরিং

প্রথম পাতার পর

সেবাভোগীদের মধ্যস্বত্বভোগী এড়িয়ে চলতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। বৃহস্পতিবার (২৩ মে) রাজধানীর একটি হোটেলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের (আরজেএসসি) নতুন অনলাইন সিস্টেম 'স্মার্ট আরজেএসসি' বিষয়ক কর্মশালায় এসব কথা বলেন তিনি। প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'স্মার্ট আরজেএসসি' ব্যবস্থাকে তিন মাস ইউজার টেস্ট করলে আরও গণমুখী করা যাবে। স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণের সব পিলার এ ব্যবস্থায় আছে। দ্রব্যমূল্য প্রসঙ্গে সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বাজার মনিটরিং শুরু করেছি। এ বিষয়ে আগামী সপ্তাহে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক হবে। সেখানে এর কারণ ও কীভাবে দ্রব্যমূল্য সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা যায় তা আলোচনা হবে। যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের (আরজেএসসি) নিবন্ধক মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সেলিম উদ্দিন বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মামলার জট কমাতে কাজ হচ্ছে

প্রথম পাতার পর

সভাপতি অ্যাডভোকেট মতিয়ার রহমান সভাপতিত্বে এসময় সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি ইকবাল কবীর, আপিল বিভাগের বিচারপতি সাইফুল ইসলাম, জেলা ও দায়রা জজ মিজানুর রহমান, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ উল্ল্যাহ, পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম, জেলা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রেজাউল করিম উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকায় কোনো বস্তি থাকবে না

প্রথম পাতার পর

কেউ মাসের ভাড়া দিতে চাইলে সে ব্যবস্থাও হবে। আমরা ইতিমধ্যে ৩০০ পরিবার তুলেছি। পরিবেশ রক্ষার গাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যাদের এক টুকরো জমি আছে তারা একটা ফুলের গাছ, একটা ফলের গাছ হলেও লাগান। যাদের গ্রামের বাড়ি আছে সেখানে যেন অনাবাদি জমি না থাকে সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম। এতে আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস, ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিব মুহম্মদ ইব্‌রাহিম।

মুসলিম বিশ্বে তাঁর মতো

প্রথম পাতার পর

বহনকারী হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়। এতে হেলিকপ্টারের সকল আরোহী নিহত হন। পরে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় চরম দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে প্রায় ১৫ ঘণ্টা অনুসন্ধান কাজ চালানোর পর গত সোমবার (২০ মে) ইরানের প্রেসিডেন্টকে বহনকারী হেলিকপ্টারটির ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া যায়। হেলিকপ্টারের মোট নয় আরোহীর বাকি পাঁচ আরোহী হলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাইয়্যেদ মেহদি মুসাভি (প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষী), আনসারুল মাহদি বাহিনীর এক সদস্য, পাইলট, কো-পাইলট এবং ক্রু। তাদের সবার লাশ উদ্ধার করা হয়। ইরানের প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে বিধ্বস্ত হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি বেল-২১২ মডেলের হেলিকপ্টারটির বয়স কতো ছিল তা স্পষ্ট নয় বলে সংবাদ সংস্থা বিবিসি দাবি করেছে। তবে এই মডেলটি কানাডিয়ান সামরিক বাহিনীর জন্য ১৯৬০-এর দশকে তৈরি করা হয়েছিল। ১৯৭৯ সালের ইরানি বিপ্লবের পর তেহরানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার দশক শুরু হয়। ওই সময়ের পর ইরানের কাছে যুক্তরাষ্ট্র কোনো সামরিক অস্ত্র বিক্রি করেনি। যুক্তরাষ্ট্রের হেলিকপ্টার প্রস্তুতকারক কোম্পানি বেল ওই হেলিকপ্টারটি তৈরি করেছিল। তবে মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, থাইল্যান্ডের জাতীয় পুলিশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারি-বেসরকারি অনেক সংস্থা ব্যাপকভাবে এ হেলিকপ্টার ব্যবহার করে বলে জানা গেছে। প্রেসিডেন্ট রাইসির কর্মজীবন ছিল বেশ ঘটনাবহুল। তিনি ছিলেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও তিনি জয়লাভ করতে পারেননি। এর পর রাষ্ট্রীয় নির্বাহী ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনাসহ দারিদ্র্য, দুর্নীতি, বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার সংকল্প ব্যক্ত করে তিনি ২০২১ সালের নির্বাচনে ব্যাপকভাবে বিজয়ী হয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানির স্থলাভিষিক্ত হন। এমন এক প্রেক্ষাপটে ইরানের গার্ডিয়ান কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে রাইসি প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন, যখন তীব্র অর্থনৈতিক সমস্যা, ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক উত্তেজনা এবং বিশ্বশক্তিগুলির সহিত পরমাণু চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করার আলোচনাসহ ইরানের জন্য নানা কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ২০২২ সালে ইরান জুড়ে ছড়িয়ে পড়া সরকারবিরোধী বিক্ষোভ, ইসরাইল ও ইরানসমর্থিত ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাসের মধ্যে চলমান গাজা যুদ্ধ এবং সর্বোপরি ইরান ও ইসরাইলের মধ্যকার প্রকাশ্য 'ছায়া যুদ্ধ'। তবে প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে সম্পর্ক ভালো রাখার ব্যাপারে উদ্যোগী ছিলেন রাইসি। হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হওয়ার পর ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোখবার দেজফুলিকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। দেশটির সংবিধান অনুযায়ী, ৫০ দিনের মধ্যে ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ সময় মোহাম্মদ মোখবার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে থাকবেন। মোহাম্মদ মোখবার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে (তড়িৎ কৌশল) স্নাতক ডিগ্রি, ম্যানেজমেন্টে (ব্যবস্থাপনা) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং বিষয়ে (ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা) ডক্টরেট সম্পন্ন করেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক আইনেও পিএইচডি করেছেন। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনি তাকে ২০০৬ সালের জুলাই মাসে ফরমান ইমামের নির্বাহী সদর দফতরের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়ার পর ইরানের সরকারের নীতিনির্ধারক মহল, আর্থিক ও অর্থনৈতিক দফতরগুলোয় মোখবারের বিশাল অবস্থান তৈরি হয়।

ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরান পশ্চিম এশিয়ার একটি দেশ। এর পশ্চিমে ইরাক এবং উত্তর-পশ্চিমে তুরস্ক। উত্তরে আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, কাস্পিয়ান সাগর এবং তুর্কমেনিস্তান। পূর্বে আফগানিস্তান, দক্ষিণ-পূর্বে পাকিস্তান, ওমান উপসাগর এবং দক্ষিণে পারস্য উপসাগর। ভৌগলিক আকার এবং জনসংখ্যা উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্বে ইরানের অবস্থান সপ্তদশ বা ১৭। ইরানের মুসলিম জনসংখ্যা সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ, তৃতীয় বৃহত্তম তেলের মজুতসহ জীবাশ্ম জ্বালা-নর বিশাল মজুতের কারণে ইরান একটি প্রধান আঞ্চলিক শক্তি। ইরান জাতিসংঘ, ন্যাম, ইসিও, ওআইসি এবং ওপেক-এর একটি সক্রিয় এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে এলামাইটদের সাথে শুরু হওয়া ইরান বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার একটি দেশ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, রাইসির এই দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু মুসলিম বিশ্বের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। এই ক্ষতি খুব সহজে পূরণ করা যাবে বলে না বলে আশংকা করছেন রাজনীতি বিশ্লেষকেরা। তাঁর মৃত্যু এমন সময়ে ঘটলো যখন বিশ্ববাসীর মনোযোগের কেন্দ্রে রয়েছে ইসরায়েলের হামাসবিরোধী লড়াই এবং গাজার মানবিক বিপর্যয়। ইসরায়েল এবং হামাসের চলমান যুদ্ধের মাঝে এই দুর্ঘটনা নিঃসন্দেহে নানা সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। ইরানের নেতৃত্ব নিয়ে যে কোনো ধরনের অস্থিতিশীলতা তৈরি হলে তা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলোকে আরো সংঘাতের দিকে নিয়ে যেতে পারে। গাজার পরিস্থিতি এখন মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ক্রমেই উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলছে। এই উত্তেজনার মধ্যে গত এপ্রিলে সিরিয়ায় ইসরায়েলের বিমান হামলায় ইরানের শীর্ষস্থানীয় একজন কমান্ডার নিহত হন। এর জেরে ইরান প্রথমবারের মতো নিজেদের ভূখণ্ড থেকে ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায়। তার এক সপ্তাহের মাথায় ইরানের বিমানঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইসরায়েল। তাই রাইসির মৃত্যুর ফলে ইরানসহ মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়বে এতে কোনো সন্দেহ নেই। হয়তো অনেক দেশের সঙ্গেই ইরানের সম্পর্কের নতুন করে সমীকরণ শুরু হবে। তবে বাংলাদেশ মনে করে, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার বৈচিত্র্যময় দেশ ইরানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। রাইসি পরবর্তী যুগেও দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে।

শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় কবি নজরুলের

প্রথম পাতার পর

আওয়ামী লীগের পক্ষে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দীন নাছিম, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন, এস এম কামাল হোসেন ও সুজিত রায় নন্দী, দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. আবদুস সোবহান গোলাপ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক স্থপতি আব্দুস সবুর এ সময় উপস্থিত ছিলেন। এ দিন কবি পরিবারের পক্ষে কবির নাতনি খিলখিল কাজী ও মিষ্টি কাজী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে কবির সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁরা কবির বড় ছেলে কাজী সব্যসাচীর মেয়ে।

নজরুল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধে আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁর প্রেরণার উৎস ছিলেন কবি নজরুল ইসলাম। তাঁর গান ও কবিতা স্বাধিকার ও স্বাধীনতার সংগ্রামে উৎসাহ জুগিয়েছে। সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী নাহিদ ইজাহার খান সকালে কবির সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। বাংলা একাডেমিসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকেও কবির সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানো হয়। বিএনপি'র নেতাকর্মীরা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সকালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে দলটির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা শ্রদ্ধা জানান। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ উপলক্ষ্যে শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরে ২৫ মে থেকে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। শীর্ষ সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ছায়ানট' এ উপলক্ষ্যে শনিবার থেকে তিনদিনব্যাপী আয়োজন করে 'নজরুল উৎসব ১৪৩১'।

সিলেটে নতুন কূপে গ্যাসের সন্ধান

প্রথম পাতার পর

থেকে প্রাপ্ত গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে বলে জানিয়েছেন সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মিজানুর রহমান।

এর আগে ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে কৈলাসটিলার ৮ নম্বর কূপের খনন কাজ শুরু করে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)। কূপ খননে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। কৈলাসটিলার ৮ নম্বর কূপ নিয়ে গত সাত মাসে সিলেটে চারটি কূপে গ্যাসের সন্ধান মিললো। গত ২৭ জানুয়ারি রশিদপুরের ২ নম্বর কূপে গ্যাসের নতুন স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়। যার পরিমাণ প্রায় ১৫৭ মিলিয়ন ঘনফুট। এর আগে গত ২৬ নভেম্বর দেশের সবচেয়ে পুরোনো গ্যাসক্ষেত্র হরিপুরের ১০ নম্বর কূপে গ্যাসের সন্ধান মেলে। তারও আগে ২২ নভেম্বর সিলেটের কৈলাসটিলায় পরিত্যক্ত ২ নম্বর কূপ থেকে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ শুরু হয়। এখান থেকে দৈনিক ৭০ লাখ ঘনফুট গ্যাস যুক্ত হচ্ছে জাতীয় গ্রিডে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস সূত্রে জানা গেছে, কৈলাসটিলার ৮ নম্বর কূপের খনন কাজ শুরু হয় ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে। খনন কাজ করছে বাপেক্স। এরইমধ্যে কূপটির তিন হাজার ৫০০ মিটার পর্যন্ত খনন করা হয়েছে। এরমধ্যে ৩৪৪০ থেকে ৩৪৫৫ মিটার গভীরতায় নতুন গ্যাসের স্তর পাওয়া গেছে। এখন পরীক্ষা চলছে। এ কূপ থেকে প্রাথমিকভাবে দৈনিক ২১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সিলেটের চারটি ফিল্ডের ১২টি কূপ থেকে প্রতিদিন ১১৭ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে। চলতি বছরের মধ্যে আরও কয়েকটি প্রকল্পের কাজ শেষে সেই উৎপাদন ১৫০ মিলিয়ন ঘনফুটে বাড়ার আশা প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। আর সরকারের বেধে দেওয়া সময় অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে সব কাজ শেষ করতে পারলে শুধু এ কোম্পানি থেকেই প্রতিদিন জাতীয় গ্রিডে ২৫০ মিলিয়ন গ্যাস যুক্ত করা সম্ভব।

মোংলা ও পায়রা বন্দরে ১০ নম্বর

প্রথম পাতার পর

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, মোংলা ও পায়রা বন্দরে ১০ নম্বর এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারকে ৯ নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়টির প্রভাবে রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে দমকা থেকে ঝড়ো হাওয়াসহ ভারি থেকে অতি ভারি বর্ষণ হতে পারে। উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয় বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে। এদিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মো. মহিববুর রহমান বলেছেন, ঘূর্ণিঝড় রেমালের যে কোন ধরনের ধ্বংসলীলা থেকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষকে রক্ষা করতে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তিনি গত শনিবার (২৫ মে) মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ঘূর্ণিঝড় রেমালের মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পর্কে জানাতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান। প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই ঘূর্ণিঝড়টি মোকাবেলায় সার্বক্ষণিক তথ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের এনডিআরসিসি ২৪ ঘন্টা খোলা রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর মানবিক সহায়তা ও ত্রাণ কার্যক্রম প্রেরণ শুরু করেছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট উপকূলীয় এলাকাসমূহের প্রশাসন ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় আশ্রয়কেন্দ্রসহ সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

কলকাতায় দেশের আসামিদের

প্রথম পাতার পর

ণমাধ্যমের সাংবাদিকরা হারুন অর রশীদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকেন। তিনিও এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করেছেন। এই হত্যাকাণ্ড কেন হলো এসব বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমরাতো মাত্র পশ্চিমবঙ্গে নামলাম। আমাদের একজন সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনারকে হত্যা করে এই দেশের মাটিতেই কোথাও ফেলে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত সবাই বাংলাদেশি। আমাদের দেশে এ বিষয়ে মামলা হয়েছে। কলকাতা পুলিশ এবং বাংলাদেশি পুলিশ নিজেদের মধ্যে সব তথ্যই আদান-প্রদান করেছে। তিনি বলেন, পূর্ববঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা শিমুল বিশ্বাস তিনি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করেছেন আমানুল্লাহ নামে তিনি ভারতে এসেছেন। তার কাছে অনেক তথ্য পেয়েছি। ডিবি প্রধান হারুন বলেন, আমরা কলকাতায় এসেছি। আমরা এখানকার পুলিশের সহায়তা চাইবো। আমাদের দেশের আসামিরা যেসব তথ্য দিয়েছে আমরা সেসব তথ্য যাচাই-বাছাই করবো। হত্যাকারীদের অ্যাকচুয়াল মোটিভটা কী তা আমরা খুঁজে বের করবো। তিনি বলেন, কলকাতা পুলিশ তিনদিন ধরে আমাদের আসামিদের সঙ্গে সামনা-সামনি কথা বলেছে। আমরাও কলকাতার সিআইডির কাছে অনুমতি চাইবো। আমরাও অপরাধীদের সঙ্গে কথা বললে হয়তো ওই আসামিরা যেসব তথ্য দিয়েছে, হত্যাকাণ্ডে যেসব স্থানের কথা বলেছে তাদের সহযোগিতায় সেগুলো পরিদর্শন করবো। আমার জানামতে, তার লাশ এখনো উদ্ধার হয়নি। লাশ খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে আসা প্রকাশ করে গোয়েন্দা প্রধান বলেন, পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সিআইডি অনেক কাজ করছে, অনেকদূর এগিয়েছে। আমরা আশা করি খুব দ্রুত তথ্য পেয়ে যাবেন। বিমানবন্দর থেকে তারা যান নিউটাউনের ওয়েস্টিন হোটেলে। সেখান থেকে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে জানা গেছে কলকাতার নিউ টাউনের সঞ্জীবা গার্ডেন, ভাঙ্গরে কৃষ্ণ মাটি এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় পরিদর্শনে যেতে পারেন গোয়েন্দা প্রতিনিধি দল। গত ১৩ মে এই অভিজাত আবাসনেই এমপি আনারকে খুন করা হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। এই ঘটনার তদন্তভার নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সিআইডি। তদন্তে নেমে গত বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে কসাই জিহাদ হাওলাদারকে। জিহাদকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে, এমপি আনারের লাশের টুকরো করে ফেলা হয়েছিল ভাঙড়ের কৃষ্ণমাটি এলাকায়। ফলে লাশের টুকরোর সন্ধান পেতে গত তিন ধরে দফায় দফায় কৃষ্ণমাটি এলাকার জিরানগাছা বাগজোলা খাল ও সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায় সিআইডি। এমনকি অভিযুক্ত জিহাদ হাওলাদারকেও সাথে নিয়ে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। খালের পানিতে নামানো হয় কলকাতা পুলিশের দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যদের। জাল ও যন্ত্রচালিত নৌকা ব্যবহার করেও খুঁজে পাওয়া যায়নি কিছু। কিন্তু লাশ বা লাশের টুকরো না পেলে খুনের মামলাও দায়ের করতে পারছে না পুলিশ। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর সিআইডি সূত্রের খবর, জিহাদকে সাথে নিয়ে নিউটাউনের সেই অভিজাত সঞ্জীবা আবাসনের 'বিইউ-৫৬' ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাটে গিয়ে খুনের ঘটনা তদন্ত করতে পারে সিআইডি। এর আগে রোববার (২৬ মে) সকাল ১০টার একটি ফ্লাইটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন প্রতিনিধিদলটি। বাংলাদেশ সময় বেলা ১১টায় তারা কলকাতায় পৌঁছান বলে জানা গেছে। গত ১২ মে চিকিৎসার জন্য ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থেকে চুয়াডাঙ্গার দর্শনার গেদে সীমান্ত দিয়ে ভারতে যান এমপি আনার। ওঠেন পশ্চিমবঙ্গে বরাহনগর থানার মণ্ডলপাড়া লেনে গোপাল বিশ্বাস নামে এক বন্ধুর বাড়িতে। পরদিন ডাক্তার দেখানোর কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর থেকেই রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ আনোয়ারুল আজীম। বাড়ি থেকে বেরোনোর পাঁচদিন পরে গত ১৮ মে বরাহনগর থানায় আনোয়ারুল আজীম নিখোঁজের বিষয়ে একটি জিডি করেন বন্ধু গোপাল বিশ্বাস। এরপরও খোঁজ মেলে না তিনবারের এই সংসদ সদস্যের। বুধবার (২২ মে) হঠাৎ খবর ছড়ায়, কলকাতার পার্শ্ববর্তী নিউটাউন এলাকায় বহুতল সঞ্জীবা গার্ডেনস নামে একটি আবাসিক ভবনের বিইউ ৫৬ নম্বর রুমে আনোয়ারুল আজীম খুন হয়েছেন। ঘরের ভেতর পাওয়া গেছে রক্তের ছাপ। তবে তার মরদেহ নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা কাটেনি।

যুগপতের আগে মিত্ররা

শেষের পাতার পর

প্রতিনিধি সভা শেষে আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করতে ঈদের পর ঢাকায় ঘেরাওয়ের কর্মসূচির চিন্তা-ভাবনা রয়েছে ছয় দলীয় এই জোটের। দফায় দফায় বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদসহ জনস্বার্থ ইস্যুতে সচিবালয় কিংবা বিদ্যুৎ ভবন ঘেরাও করা হতে পারে। সূত্রমতে, সভায় ভিন্ন একটি ইস্যুতে যুগপতের শরিক ১২ দলীয় জোটের চলমান আন্দোলন নিয়ে আলোচনা হয়। গণতন্ত্র মঞ্চের অন্যতম শীর্ষ নেতা ও বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন, তারা মঞ্চগতভাবে বিগত আন্দোলনের একটা মূল্যায়ন করছেন। এত সম্ভাবনাময় একটি আন্দোলন কেন সফলতার বন্দরে পৌঁছাতে পারল না, কোথায় ব্যর্থতা ছিল-যুগপতের প্রধান শরিক বিএনপিকে তার যথাযথ মূল্যায়নের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তারাও সে মূল্যায়ন করছে। এদিকে গণতন্ত্র মঞ্চের শরিক দলগুলোও নিজস্ব কর্মসূচি নিয়ে সক্রিয় রয়েছে। প্রচণ্ড তাপপ্রবাহে অতিষ্ঠ মানুষের মাঝে সম্প্রতি পানীয় বিতরণ করেছে ভাসানী অনুসারী পরিষদ। এ ছাড়া মওলানা ভাসানীর ফারাক্কা লংমার্চ দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৬ মে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভা করে দলটি। দলীয় কর্মসূচি পালনের পাশাপাশি সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে জেএসডি। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় প্রতিনিধি সভা করেছে দলটি। জাতীয় নির্বাচনের পর রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে 'গণতন্ত্রের পক্ষে গণস্বাক্ষর' কর্মসূচি পালন করে নাগরিক ঐক্য।

চট্টগ্রামে পর্যটন মেলায় থাকছে

শেষের পাতার পর

যেখানে একবার বিনিয়োগেই বছর জুড়ে পাওয়া যাবে নিশ্চিত সুদমুক্ত হালাল আয়ের আজীবন নিশ্চয়তা। মেলা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে। এ মেলায় প্রবেশে কোনো টিকিট কিনতে হবে না।

নজরুল স্মৃতিধন্য ত্রিশাল

শেষের পাতার পর

পাড়া-গাঁয়ে স্কুল-পালানো ছেলে, তার ওপর পেটে ডুবুরি নামিয়ে দিলেও 'ক' অক্ষর খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্কুলের হেডমাস্টারের চেহারা মনে করতেই আজও জল তেষ্টা পেয়ে যায়। কবির স্মৃতিকে ধরে রাখতে কবির সেই ক্লাস রুম ও দেওয়ালে এ লেখাগুলো খোদাই করে সংরক্ষণ করা আছে। এখানে কবি যে পুকুরে গোসল করতেন সেটিও সংরক্ষণ করা আছে। বিলের পাড়ে একটি বটগাছের নিচে কবি নজরুল আপন মনে বাঁশিতে সুর তুলতেন। এটি এখন নজরুল বটবৃক্ষ। এই বটবৃক্ষের নিচে প্রায়ই কবিদের আসর বসে । আজ কবি নেই কিন্তু এ বটগাছটি কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানকার মনোরম পরিবেশ পর্যটকদের মোহিত করবে। ময়মনসিংহের ত্রিশালে কবির অবস্থানকে ঘিরে দর্শনীয় বিভিন্ন স্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে কবি যে খাটে ঘুমাতেন, সে খাটটির সঙ্গে রয়েছে একটি মিলনায়তন ভবন। দ্বিতীয় তলায় রয়েছে কবির বিভিন্ন ছবি। একটি লাইব্রেরিও রয়েছে এখানে। লাইব্রেরিতে কয়েক হাজার বইসহ যত্নসহকারে সংরক্ষিত রয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের স্বহস্তে লেখা বই, বিভিন্ন গানের রেকর্ড ইত্যাদি। নজরুলভক্তদের কাছে ময়মনসিংহের ত্রিশাল একটি তীর্থ স্থানের মর্যাদা পেয়েছে। এখানে নজরুল একাডেমিস্কুল মাঠের পাশেই রয়েছে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে নির্মিত নজরুল মঞ্চ ও পর্যটকদের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক রেস্ট হাউজ।

কীভাবে আসবেন

ঢাকার মহাখালী বাসস্ট্যান্ড থেকে ভোর ৫টা থেকে প্রতি আধা ঘণ্টা পরপর ময়মনসিংহের উদ্দেশে সৌখিন, এনা, নিরাপদ প্রভৃতি বাস ছেড়ে আসে। সময় লাগবে ২ ঘণ্টার মতো। সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে তিস্তা এক্সপ্রেস ধরেও ময়মনসিংহে ঘুরে আবার ৫টা ২০ মিনিটের ট্রেনে ফিরে যেতে পারেন ঢাকায়।

মাথাপিছু আয় বেড়ে ২,৭৮৪ ডলার

শেষের পাতার পর

যা আগের ২০২২-২৩ অর্থবছরে ছিল ৫ দশমিক ৭৮ শতাংশ। এছাড়া চলতি অর্থবছরে মাথাপিছু আয় বেড়ে ২ হাজার ৭৮৪ ডলার হয়েছে, যা গত অর্থবছরে ছিল ২ হাজার ৭৪৯ ডলার। ফলে বছরের ব্যবধানে ৩৫ ডলার বেড়েছে। বর্তমানে টাকার হিসেবে মাথাপিছু আয় ৩ লাখ ৬ হাজার ১৪৪ টাকা, যা গত অর্থবছরে ছিল ২ লাখ ৭৩ হাজার ৩৬০ টাকা। বিবিএস জানায়, ২০২০-২১ অর্থবছরে ২ হাজার ৫৯১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ছিল ২ হাজার ৭৯৩ ডলার।

বাবর আলী এবার জয় করলেন

শেষের পাতার পর

পৌঁছান বাবর আলী। জানা গেছে, চলতি বছরের ১ এপ্রিল নেপালের উদ্দেশে দেশ ছাড়েন চট্টগ্রামের বাবর আলী। পর্বতারোহণের প্রয়োজনীয় অনুমতি ও নানা সরঞ্জাম কেনার কাজ শেষ করে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু থেকে লুকলার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। সেখানে অবস্থান করেন সপ্তাহখানেক। ট্রেকিং পর্ব শেষ করে পৌঁছান এভারেস্টের বেস ক্যাম্পে। মূল অভিযান শুরু হয় সেখান থেকে।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করে ডাক্তার হয়েছেন বাবর। তবে পর্বত জয়ের নেশায় চিকিৎসকের চাকরি ছেড়ে দেশ-বিদেশ ঘোরার কর্মযজ্ঞ শুরু করেন তিনি।

ভয়াবহ বিপর্যয়ে জাপা

শেষের পাতার পর

এ নিয়ে দলের হাইকমান্ডও বিব্রত। দুই পর্বের অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচনে জাপার হয়ে লাঙ্গল প্রতীকে ৩২ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এর মধ্যে একজন বাদে কেউ পাস করতে পারেননি। একমাত্র প্রার্থী বরিশালের মুলাদী উপজেলায় ভাইস চেয়ারম্যান পদে স্থানীয় জাপা নেতা মাকসুদা বেগম পাস করেছেন বলে জানা গেছে। ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনে দেশের মোট ৪৯৫ উপজেলার মধ্যে নির্বাচন উপযোগী ৪৮৫টিতে চার ধাপে ভোট হচ্ছে এবার। প্রথম ধাপের ১৩৯ উপজেলায় ভোট হয়েছে গত ৮ মে; ২১ মে ১৫৬ উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচন। এরপর ২৯ মে তৃতীয় ধাপে এবং ৫ জুন চতুর্থ ধাপের ভোট রয়েছে। পার্টি সূত্রে জানা গেছে, অনেকেই কেন্দ্রীয় নেতাদের মুখ রক্ষায় মনোনয়ন সংগ্রহ করেও জমা দেননি। জনপ্রিয়তা আছে এমন প্রার্থীদের উপজেলা নির্বাচনে দলের পক্ষ থেকে খরচ বহনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তাতেও অনেকে সম্মত হননি। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ১৯৯০ সালে এইচ এম এরশাদের সরকারের পতনের পরও তার দল জাপা বেশিরভাগ সময় ক্ষমতাসীনদের সঙ্গেই ছিল। এর পর ক্রমশ দলটি এতটাই দুর্বল হয়েছে যে, এককভাবে নির্বাচন করার সামর্থ্যও এখন হারিয়েছে। ৩০০ আসনে শক্তিশালী প্রার্থীও দিতে পারে না দলটি। তারা বলছেন, জাপা শুধু দুর্বলই হয়নি, পথও হারিয়েছে। সরকার ঘনিষ্ঠ হয়ে টিকে থাকার চেষ্টা দলটিকে জনবিচ্ছিন্ন করেছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত যৌথ সভায় দলটির তৃণমূল নেতারাও একই বক্তব্য তুলে ধরেছেন। ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি জাপার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর ক্ষমতাচ্যুত হন এরশাদ। এরপর জাপা আর ক্ষমতায় আসতে পারেনি। রাজনৈতিক নানা বৈরী পরিস্থিতির মুখে দল পরিচালনা করেছেন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এরশাদ। নিজেও জেল খেটেছেন। তবে টানা তিন মেয়াদে বিরোধী দলের আসনে আছে জাপা। বলা হয়, ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে সুসময় পার করছে জাপা। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে জাপা চেয়ারম্যান জি এম কাদের নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন, ১৯৯০ সালের পর জাতীয় পার্টি ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার দলে সরকারি দলের এজেন্ট ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও মনে করেন তিনি। এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণের পর ১৯৮৬ সালের ৭ মে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ওই নির্বাচনে ১৫৩টি আসনে জয়লাভ করে জাপা। এর দুই বছরের মধ্যে ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ প্রায় সব রাজনৈতিক দলের বর্জন করা ওই নির্বাচনে জাপা ২৫১টি আসনে জেতে। ওই সংসদের মেয়াদ পেরোনোর আগেই নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এরশাদের পতন ঘটে। এরপর ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে জাপা ৩৫টি আসন পায়। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পায় ৩২টি। ২০০১ সালের নির্বাচনে ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে জোট করে জাপা পায় মাত্র ১৪টি আসন। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম সংসদ নির্বাচনে ২৭টি; ২০১৪ সালের নির্বাচন বিএনপি বর্জন করলেও জাতীয় পার্টি পায় ৩৪টি আসন। এরপর ২০১৮ সালের নির্বাচনে সেটি আরও কমে দাঁড়ায় ২২-এ। সর্বশেষ গত ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ২৬টি আসনে সমঝোতা করেও ১১টির বেশি জিততে পারেনি দলটি।

জানতে চাইলে জাপা মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, নির্বাচনে জয় পরাজয় থাকবে এটি স্বাভাবিক। তবুও আমরা চেষ্টা করছি বেছে বেছে প্রার্থী দেওয়ার।

মাটি খুঁড়ে স্বর্ণের

শেষের পাতার পর

আমি দেখিনি। আরবিবি ইটভাটার ব্যবস্থাপক লিটন আলী বলেছেন, কাতিহার সামরাই মন্দিরের পাশ থেকে মাটি খনন করে ইটভাটায় স্তুপ করা হয়েছে। গুজব উঠেছে ওই মাটির স্তুপ থেকে নাকি স্বর্ণের জিনিস পাওয়া গেছে। এরপর থেকেই সাধারণ মানুষ দিন-রাত ওই মাটির স্তুপ খনন করে স্বর্ণ খুঁজছে। তবে কেউ স্বর্ণের কোনো টুকরো পেয়েছে এমন খবর পাইনি। রানীশংকৈল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রকিবুল হাসান বলেছেন, বিষয়টি জেনেছি। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

কমলাপুরে দৃশ্যমান মেট্রোর সবশেষ

শেষের পাতার পর

কলাম রয়েছে, সেগুলো আমরা সম্পন্ন করেছি। এখন ৪৫ মিটার ৪৫ মিটার করে পর্যায়ক্রমে আমাদের স্ল্যাবগুলো কাস্টিং হবে। প্রথমে কনকোর্স স্ল্যাব হবে। পরে কনকোর্সের ওপরে কলাম করে আমরা চলে যাবো প্ল্যাটফর্মের কাজে। প্রকল্প কর্মকর্তা বলেন, আগামী জুলাইয়ে নিচের পথ সচল করে দেয়া হবে। পাশাপাশি ছয় লেনের সড়ক তৈরি হবে।